কার্টন

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দু'টাকা

বেঙ্গল পাব্‌লিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রাকর—শ্রীকালীশঙ্কর বাক্‌চি এম্‌-এস্‌-সি, ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস, ৩৮-এ, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও। বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

কার্টুন-ছবির অনুরাগী আমার বাঙ্‌লা দেশের
ভাই-বোনদের হাতে - - - - - - - -

কার্টুন সম্বন্ধে এ লেখাগুলি অনেকদিন আগে আমি লিখি। 'দীপালি' সাপ্তাহিকে এগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরে দীপালি সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধজনিত নানারকম অসুবিধার মধ্যে এগুলি বই হয়ে বের হবার সুযোগ পায় নি। কার্টুন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার বিষয় আছে। চারুকলার মত এটিও একটি প্রয়োজনীয় বিদ্যার অন্তর্গত আজকাল 'প্রেস'এর বহুল প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে 'প্রেস আর্ট' বলে যে আর্টের বিভাগটি গড়ে উঠছে, কার্টুন তার মধ্যে একটি বিশেষ বিভাগ।

চীনদেশে রাশিয়ায় জাপানে ভাল কার্টুনিষ্টের দেখা পাওয়া যায়। চিত্রে ব্যঙ্গ চর্চ্চা প্রায় সব দেশেই আছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় এর আরও বেশী প্রসার হয়েছে সন্দেহ নেই। এই বইটিতে আমি শুধু অত্যন্ত সাধারণ কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। যার কিছুমাত্র উৎসাহ আছে আমার মনে হয় সে এই বই থেকে কতকটা শিক্ষার সুযোগ পাবে। অন্য জিনিষের মত সকলকেই ঠিক এ জিনিষ শেখান যায় না, কিন্তু চেষ্টা করলে কিছু না কিছু ক্ষমতা লাভ করা অসম্ভব নয়।

আমাদের দেশে কয় বৎসরের মধ্যে চিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ রচনা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাঙলা দেশের চেয়ে মাদ্রাজ ও বম্বেতে আরও ব্যঙ্গ চিত্রের চাহিদা আছে আমার মনে হয়। এখানেও এই চাহিদা আরও বাড়বে। যাঁরা কার্টুনিষ্ট হিসেবে ব্যঙ্গচিত্র সৃষ্টিকে পেশা করতে চান তাঁদের কাছে এটি সুসংবাদ সন্দেহ নেই। কার্টুন ছবি এঁকে অনেক টাকা উপায় করা সম্ভব একথা হয়ত অনেকে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু এটা মিথ্যা নয়। পেশা হিসেবে না নিলেও নেশার মত এটিকে নিছক আনন্দ পরিবেশনের উপায় হিসেবেও অনেকে এর চর্চ্চা করেন। Hobby হিসেবে এটি খুবই মজার।

বর্ত্তমানে সুসাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু ও বন্ধুবর শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ও যত্নে বইটি প্রকাশিত হবার সুযোগ পেল। সেইজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। বসুমতীর 'বাঁকাচোখে' বিভাগ থেকেও কিছু ছবি পেয়েছি তাই বন্ধুবর প্রাণতোষ ঘটককেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্ব্বশেষ একটি কথা জানানো আমার কর্ত্তব্য বলে মনে হয়। সেটি হচ্ছে কার্টুনিষ্টের রীতি সব সময় জীবিত লোকদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কারুর শত্রুতা নেই। মৃতকে বিদ্রূপ করা কারুরই উচিত নয়। অথচ এই বইয়ে রুজভেল্ট, মুসোলিনী আর হিটলারকে নিয়ে যে ব্যঙ্গচিত্র করা হয়েছে তার একমাত্র কারণ বইটি এবং বিশেষ ঐ ছবিগুলি ছাপার পরই আমরা ঐ বিশিষ্ট জননায়কদের মৃত্যুসংবাদ শুনতে পেলাম। সুতরাং অপারগ হয়েই ওগুলি রাখতে হ'ল।

২৪শে বৈশাখ ১৩৫২ — লেখক

গোড়ার কথা

অনেকেরই ধারণা কার্টুন ছবি আঁকা সহজ নয়। এর জন্যে হয়তো বহুদিনের রীতিমত শিক্ষার দরকার। দরকার যে নেই তা একেবারে বলা যায় না, কেন না সব কিছুই শিক্ষা সাপেক্ষ। ছবি আঁকার ব্যাপারে প্রতিভা এবং শিক্ষা দুটোরই প্রয়োজন। এ বিষয়ে অনেকেরই সহজাত একটী ক্ষমতা থাকে—এবং সেই ক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় হ'লে ফল খুব ভাল হয়।

যাদের কিছুটা অধিকার আছে তাদের জন্যে অনেক রকম শিক্ষা-প্রণালী আছে। পাশ্চাত্যদেশে ও মার্কিনদেশে বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে শুধু কার্টুন আঁকা সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা হয়। অনেকগুলি স্কুল আছে তারা পত্র বিনিময়েই এই কাজ করে। আজ অনেকেরই মতে কার্টুনচিত্র চারুকলার অন্যান্য বিভাগের মত একটী শিক্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় বিভাগ হয়ে পড়েছে।

ছবি আঁকা যেদিন থেকে প্রথম সুরু হয় সেদিন এটি স্বাভাবিক প্রেরণা থেকেই জন্মেছিল। মনোভাব প্রকাশের এটি ছিল একটী পন্থা বা ভাষা। পাথরের গায়ে, কাঠের বুকে, মাটীর দেহে সেই সব আদিম চেষ্টা রূপ পেয়েছিল এবং আজও অনেকগুলি তার সাক্ষ্য স্বরূপ বেঁচে আছে।

বিজ্ঞান-সভ্যতার পূর্ব্বের যুগে আমরা দেখেছি, প্রত্যেক দেশ তার জাতিগত স্বকীয় ব্যবধানের মধ্যেই নিবিষ্ট ছিল, তার চারুশিল্পের সাধনাও নিজ নিজ বিশিষ্ট রূপেরই অনুরক্ত ছিল। বিজ্ঞান-সভ্যতা আজ এই ব্যবধান প্রায় তুলে দিয়েছে। আজ পৃথিবীর যে কোন স্থানে থেকেও পৃথিবীর সব দেশের এবং সব যুগের শিল্প-চর্চ্চার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। ফলে প্রত্যেক জাতির বিশেষ বিশেষ রসোপলব্ধির ধারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে অসংখ্য বৈচিত্র্য লাভ করেছে। সেই জন্যই আজ আর্টের ক্ষেত্রে রসোপলব্ধির এবং

প্রকাশভঙ্গির এত বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। কলাদেবীর যৌবনশ্রীর আভরণ-স্বরূপ এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে।

আমাদের দেশে চারুকলার একটী বিশিষ্ট ধারা ছিল। আমরা প্রত্যেকেই প্রায় তার সঙ্গে পরিচিত। তারপর বিদেশীয় আবহাওয়া এসে জীবনের ভিত্তিকে দোলা দিল এবং সে সর্ব্বদিক দিয়েই। আর্টের ক্ষেত্রেও এই মিশ্রনের প্রভাব বেশ পরিস্ফুট, যাকে এড়িয়ে চলা একেবারেই অসম্ভব। কার্টুন শিল্পের জন্ম ওদেশে হলেও একে অস্পৃশ্য করে রাখার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। বরং একে নিজস্ব করে আমাদের চিত্রচর্চ্চার অন্তর্গত করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যে শিল্পী প্রথম তার সৃষ্ট মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, তার প্রতি মানুষ চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকবে। য়ুরোপে পাথরের প্রতিমার মুখে আমরা হাসির রেখা প্রথম দেখেছি গ্রীক ভাস্কর আর্চারমসের শিল্পে। আমাদের দেশেও তার অনেক আগে তৈরী চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে স্মিতানন ও স্মিতাননার প্রাচুর্য্য দেখি। বুদ্ধমুখের স্তব্ধগম্ভীর এবং ভাবস্ফুট হাসি পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে চিরকাল পরিগণিত থাকবে। তারপরে বহুদিন ধরে কাগজে ক্যানভাসে দেওয়ালে পাথরে সর্ব্বত্রই হাসিমুখের প্রাচুর্য্য দেখা দিতে লাগল। কিন্তু ছবি যেদিন মানুষকে হাসালো এবং রীতিমত ভাবেই হাসালো, সেদিন কি মানুষ অবাক হয় নি? এই হোল ব্যঙ্গচিত্র সৃষ্টির গোড়ার কথা। এর প্রথম আবিষ্কর্ত্তার নাম অবশ্য জানা যায়নি—তবে এ চিত্ররীতির জন্ম এই সেদিন বললেও চলে। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই এই শিশুর এতই প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে যে পৃথিবীর প্রায় সকল সাময়িক পত্রেই আজ এর নিয়মিত নিমন্ত্রণ। পাঠকদের কাছে এবং যাঁরা সুরসিক তাঁদের কাছে এর খাতির অপর্য্যাপ্ত। এক নিশ্বাসে তাঁরা দেখেন ও উপভোগ করেন। এ যেন পূর্ণ আহারান্তের কিছু পূর্ব্বে অম্লমধুর চাটনি বিশেষ—একাধারে সুখাদ্য ও রুচিকর।

এক

কার্টুন কথাটী ইংরাজী ভাষার। এর বাঙ্‌লা হয় ব্যঙ্গচিত্র। কিন্তু ব্যঙ্গচিত্র বললে যেন কার্টুনের সমস্ত মানেটা প্রকাশ পায় না। তা ছাড়া আরও কয়েকটী কথা আছে যেমন 'কেরিকেচার'। একেও বাঙ্‌লায় ব্যঙ্গচিত্র বলতে হবে—উপায় নেই। সুতরাং এই সব ইংরেজী কথাগুলি বাঙলায় ব্যবহার করা ছাড়া প্রত্যেকটীকে যথাযথ অর্থে বোঝান অসম্ভব।

সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে ব্যঙ্গের যথেষ্ট স্থান আছে। সাহিত্যের মারফৎ ব্যঙ্গ-রচনা কমিক প্রহসন ফার্স প্রভৃতি বহুদিন ধরে রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত হ'য়ে আসছে। সার্কাসে ক্লাউনের ভূমিকা মোটেই কম দামী নয়। সিনেমাতেও এই ব্যঙ্গরস বিতরণের যে কত আয়োজন আছে তার ইয়ত্তা নেই। আসল কথা হাস্যকর কিছু মানুষের মনকে সহজে স্পর্শ করে। চিত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। কেননা ব্যঙ্গচিত্রও ঠিক একই রকমে মানবের মনে সাড়া দেয়। দীর্ঘ আলোচনা ও বিস্তৃত প্রবন্ধ যে বিষয়কে পাঠকদের মনের কাছে পৌঁছে দিতে পারেনি, ছোট একটী কার্টুনে তা সম্ভব হয়েছে। ব্যঙ্গরসের মধ্যদিয়ে কার্টুনের

অন্তর্নিহিত বক্তব্য আমরা সহজে পড়ে নিতে পারি এবং শুধু পড়া নয় অনেক সময় সেই অন্তরস্থ তথ্যটা আমাদের মনে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে যায়।

কাউকে ছোট বললেই সে ছোট হয় না, কারুর ভুল নিয়ে আলোচনা করলেই তার চোখে তা ধরা পড়ে না। কিন্তু তার ভুলের এক হাস্যকর পরিণতি যা তার ত্রুটির কোন ব্যঙ্গ-পরিকল্পনা চিত্রায়িত দেখলে তার চোখে লাগে এবং তখনই কার্টুনটা কার্য্যকরী হয়েছে বলতে হবে।

সম্পাদক—কি মশাই, দুর্ভিক্ষের কবিতা লিখতে পারছেন না? আপনাকে দেখেই ত দুর্ভিক্ষের কথা মনে পড়ে।

লেখক—হ্যাঁ, আপনাকে দেখেও যা মনে পড়ে তা দুর্ভিক্ষ নয়,—দুর্ভিক্ষের কারণ।

কার্টুনের এই কার্য্যকারিতা দেখে অনেকে একে নিজের নিজের কাজে লাগাচ্ছে। সুবিধাবাদী যারা, প্রচারকামী যারা, রাজনৈতিক যারা, যারা জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন চালাতে চায় সকলেই একে কাজে লাগায়—আর সে-ও হাজার রকমে। দৈনিক ও সাময়িক কাগজে পুস্তিকায় দেওয়াল-গাত্রে ও আরও কত শত উপায়ে ব্যঙ্গচিত্র সাহায্যে জনগণের মধ্যে প্রচার চালানো হয়। রাষ্ট্রব্যবস্থার যাঁরা কর্ণধার, মন্ত্রী ও এসেম্ব্লি কাউন্সিলের সদস্য প্রভৃতি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মতামতের তীব্র সমালোচনা কার্টুন সাহায্যেই সফল হয়। ভাবপ্রকাশের, সমালোচনার এবং বিদ্রূপ

করার এই সুন্দর পদ্ধতি যে ক্রমে আরও জনপ্রিয় হবে এইটাই স্বাভাবিক। ঠিক সেই কারণেই কার্টুনের চাহিদাও আজ বেড়ে চলেছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এখনও কার্টুনশিল্পীর যেমন অভাব সত্যিকার সমঝদারেরও তেমনি অভাব আছে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

ওদেশে কার্টুন ছবি সাময়িক পত্রিকা মাত্রেরই অঙ্গস্বরূপ। এর চর্চাও তাই ওখানে অত বেশী। ওখানে কয়েকজন কার্টুন-শিল্পী তাঁদের নির্ভীক এবং মনোজ্ঞ কার্টুন চিত্রের জন্যে এত প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন যে অনেক নেতা বা দলপতিও তা পাননি। বিলাতের ডেভিড লো পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান কার্টুনিষ্ট বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ই, ব, টমাস্ ডেরিক, উইওহ্যাম রবিন্‌সন্, বার্ণার্ড প্যাট্রিজ, ফিজপ্যাট্রিক প্রভৃতি শিল্পীর রাজনৈতিক কার্টুন দেখেন নি এমন লোক নেই। আবার ফুগাসি, বেটম্যান, সের্‌উড, বার্টথমাস প্রভৃতি কার্টুনিষ্টের সরস ব্যঙ্গছবি দেখে প্রাণ খুলে হাসেননি খুব কম লোকই। বিলাতের 'পাঞ্চ' কাগজের মারফতে অনেক ক্ষমতাবান শিল্পীই আত্মপ্রকাশ করেছেন।

'হিউমারিষ্ট' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক কার্টুনচিত্রের জন্ত বিখ্যাত। য়ুরোপে ও আমেরিকায় বহু পত্রিকা শুধু হাসির খোরাক সরবরাহ করতেই ব্যস্ত। ওদেশে এক একজন কার্টুনশিল্পী সপ্তাহে বিশ বাইশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উপায় করেন ছবি এঁকে। রিপ্লে, ম্যাক্‌ম্যানস প্রভৃতি কয়েকজন শিল্পী সপ্তাহে বহু কাগজের জন্ত ছবি আঁকেন। প্রত্যেকেরই একটা একটা বিশিষ্ট ধরণ আছে—সেই জন্ত একটা কাজগে অনেক ছবি থাকলেও একঘেয়ে লাগে না।
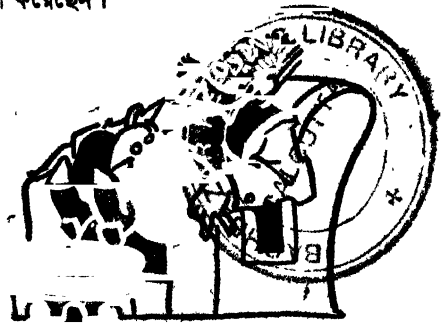
ম্যাক্‌ম্যানসের একটি চরিত্র

আমেরিকার এই সব বিচিত্র হাসির ছবি নিয়ে অসংখ্য 'কমিক' সাপ্তাহিক লক্ষ লক্ষ লোকের মনে হাসির খোরাক জোগায়। ওদেশের লোকে ছেলে-বুড়ো সকলে একটুখানি হাসবার জন্যই এক একখানা কাগজ কেনে। আমাদের দেশে শত দুঃখের চাপে আমাদের বৈরাগ্যপ্রবণ মন যেন সর্ব্বদাই হাঁপায়। হাসবার ফুরসুৎ কোথা? কিন্তু হাসি দিয়েই হাসি আনতে হবে, তা ছাড়া উপায় নেই। একটুখানি সরল আনন্দ পাওয়া বা সহজ শিক্ষা পাওয়ার যতগুলি সুন্দর পন্থা আছে কার্টুন তার মধ্যে একটা। তাই আজ কার্টুনের প্রসার হওয়া অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে।

একটি নাবিক-চরিত্র

অল্প রেখায় আঁকা গান্ধীজির ছবির নমুনা।
এখানে আদর্শকে বেশী বিকৃত করা হয়নি।

কার্টুন

দুই
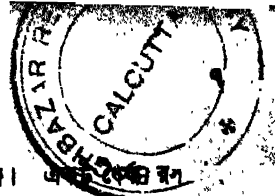
কার্টুন আঁকা এক হিসেবে শক্ত কাজ মোটেই নয়। একটু ধৈর্য্য রস ও মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। পৃথিবীর অধিকাংশ কার্টুনিষ্টের জীবনে দেখা যায়, তাঁরা বিশেষ শিক্ষা না নিয়েই এ পথে এসেছেন। হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন এসে তাঁদের জীবনের গতিপথ বদলে দিয়েছে। কেউ ইঞ্জিনিয়ার থেকে কার্টুনিষ্ট হয়েছেন, কেউ বিজ্ঞানচর্চ্চা থেকে, কেউ সামরিক বিভাগ থেকে, কেউ বা শিক্ষকতা থেকে। কিন্তু যাঁরাই এসেছেন প্রত্যেকেই কমবেশী রকমের চিত্রানুরাগী ছিলেন। তারপর এপথে আসার পর অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরিশ্রম করেছেন এটিকে আয়ত্ত করতে। এমন দেখা যায়, অসাধারণ প্রতিভা ও সুদক্ষ হাত এক সঙ্গেই জন্ম নিয়েছে এবং ছোটবেলা থেকে তাদের পরিচয় ফুটে উঠেছে—যেমন ওয়াল্টডিস্‌নে।

কার্টুনছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই এর অসংখ্য বৈচিত্র্যের কথা মনে আসে। প্রত্যেক শিল্পীরই এক এক রকমের নিজস্ব ষ্টাইল আছে। আমরা শুধুই অতি সাধারণ ভাবে আলোচনা করব।

কার্টুনে রেখার ব্যঞ্জনাই প্রধান। রেখার প্রত্যেক বিশেষ ভঙ্গি বিশেষ ভাব ফুটিয়ে তোলে। এর সঙ্গে মোটামুটি ভাবে মনস্তত্ত্বের অনেক স্থানে সম্বন্ধ আছে। চারুকলায় যেমন রেখার ভাষা আছে কার্টুনেও এর বিশেষ অর্থ আছে। যেমন বৃত্তাকার রেখা দিয়ে যে মুখ আঁকা হ'ল, সে মুখ সাধারণতঃ যে লোককে বোঝাবে সে হবে বোকা, ধনী, অলস কিম্বা বিলাস-পুষ্ট শ্রেণীর। আবার সরল রেখা এবং কোণবহুল মুখ দেখলে মনে হবে সে ব্যক্তি হয়ত শক্তিশালী, পরিশ্রমী, দরিদ্র, ক্রূর জাতীয়। কার্টুনের সাধারণ নিয়ম রেখার বাহুল্য বর্জ্জন। রেখা সংখ্যায় কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনাবশ্যক বেশী রেখায় ছবির তীব্রতা কমিয়ে দেয় দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিয়ে। এবং অনেক সময় বেশী রেখার প্রয়োজন হয় শুধু রেখার দুর্ব্বলতা ঢাকবার জন্তে। অবশ্য অনেক বড় কার্টুনিষ্টের ষ্টাইল বহু রেখা দিয়ে চিত্র রচনা করা। যেখানে

আলো ছায়ার প্রতিক্রিয়ার ওপর জোর দিতে হবে সেখানে বহু রেখার প্রয়োজন হয় অথবা একেবারে ফ্ল্যাট কালোও ব্যবহার করা হয়। বহু রেখা দিয়ে বহু রকমের ষ্টাইল আছে, তাদের মধ্যে সেইগুলিই ভাল যাতে বহু রেখা সমন্বয়ে মোট ফলটা ভাল হয়েছে এবং বিষয়বস্তুটার ওপর চট্ ক'রে চোখ

বিভিন্ন ষ্টাইলে আঁকা মুখ

পড়ে যায়। বহু রেখার সম্মিলিত ফল তখনই ভাল হয় যখন একটা রেখা অপরগুলির পরিপূরক হয়ে বসে। আর তার জন্তে কলমের ওপর হাতের প্রচুর দখল প্রয়োজন।

আমাদের মুখই হচ্ছে ভাব প্রকাশের কেন্দ্রস্থল। সুতরাং কার্টুনিষ্টের কাছে এর চেয়ে শরীরের দরকারী অংশ আর নেই। মনের প্রতিটা চিন্তা প্রতিটা অনুভূতি মুখের ওপর একটা ছাপ রাখবেই। কার্টুনশিল্পের নিয়ম, স্বভাবকে সব সময়ই অতিরঞ্জিত করা। স্বাভাবিক মুখের যে বিকৃতি হয় কার্টুনে তাকে অনেকখানি বাড়াতে হয়। এই বাড়াতে গিয়ে যথেচ্ছাচারী হলে চলবে না, সংযম রাখতে হবে। ব্যঙ্গ সৃষ্টির দিকে যেমন চোখ থাকবে তেমনি মুখের বৈশিষ্ট্য যাতে হারিয়ে না যায় সেদিক ভুললেও চলবে না। স্বভাবকে হুবহু অনুসরণ না ক'রে কার্টুনিষ্ট স্বভাবকে কোন জায়গায় উপেক্ষা করবে না, কিন্তু কোন কোন জায়গায় অতিরঞ্জন করবে। এর ফলে কিছু অস্বাভাবিকতা হবেই কিন্তু এই অস্বাভাবিকতা যদি একটা ব্যঙ্গের রস ফুটিয়ে তুলতে পারে তবেই চিত্রটাকে কার্টুন হিসেবে সার্থক হয়েছে বলতে হবে।

অতিরঞ্জনের নমুনা—মুসোলিনী

প্রত্যেক রেখার সঙ্গে কোন নিয়ম কানুন থাকতে পারে না, কেন না এক ব্যক্তির ব্যঙ্গ-চিত্র বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন ভাবে আঁকবেন। এখানে ব্যক্তিগত দৃষ্টি-ভঙ্গিই একমাত্র নির্দ্দেশক। নিম্নের কয়খানি ছবিতে দেখুন, রুজভেল্ট ও লিট্‌ভিনফ ও হিট্‌লার বিভিন্ন কার্টুনিষ্টের হাতে প'ড়ে কী বিভিন্ন রূপ পেতে পারেন।

রুজভেল্ট লিট্‌ভিনফ হিট্‌লার

অ্যানাটমীর জ্ঞান কার্টুন-চিত্রে বিশেষ প্রয়োজন। শরীরের প্রত্যেক স্থানের পেশীগুলি আমাদের ভাব প্রকাশের কম সহায়ক নয়। হাত পা দেহ-ভঙ্গী এগুলিও বিশেষ লক্ষণীয় হওয়া দরকার। পেশী ও প্রত্যঙ্গগুলির সংস্থান লক্ষ্য করবার বিষয়। তারপর চলা বসা দৌড়ান পড়ে যাওয়া প্রভৃতি গতিভঙ্গীকেও কার্টুনে বাড়িয়ে দিয়ে আঁকতে হবে। ভাবপ্রকাশের সময় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে বিভিন্ন সংস্থান—সেগুলিকে একটু ব্যঙ্গাত্মক ক'রে ফোটাতে হবে। এগুলি শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচির ওপর নির্ভর করে।

প্রথম লোকটি খুব ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে, দ্বিতীয়টি যেন বলছে, ভয় আবার কি ?

শোওয়া বসা দাঁড়ান চলা বা দৌড়ান প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যেই একটা হাস্যকর উপাদান আবিষ্কার করা দরকার। অবশ্য এ বিষয়ে ব্যক্তিগত রুচিই একমাত্র সহায়। এই সঙ্গে যে কয়টি উদাহরণ দেওয়া হ'ল তা থেকে বোঝা যাবে সব ভঙ্গীকেই কিছু না কিছু হাস্যকর করা যায়। মুখের ছবি বাদ

দিলেও শুধু শরীর আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী থেকে তাদের ক্রিয়ার কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ পোষাক এবং পোষাক পরণের ভঙ্গী, এগুলি লক্ষ্য করার জিনিষ। আমরা কাপড় পরি কিন্তু কাপড় পরারও অনেক ধরণ আছে। সার্ট পাঞ্জাবী কোট ফতুয়া পাজামা প্রভৃতি অনেক রকম পোষাক আছে, সেগুলি শিল্পীর এঁকে অভ্যাস করা উচিত। মাথার পাগড়ী আমরা পরি না, কিন্তু পশ্চিমা লোকের চেহারা আঁকতে পাগড়ীর দরকার। ক্যাপ ফেজ্ হ্যাট প্রভৃতি শিরাবরণ এবং মাথার উপর সেগুলি পরণের ভঙ্গীও লক্ষ্য করা উচিত।

আমরা যখনই যে কাজ করি না কেন সেই কাজ করার সময়—প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে আমাদের শরীর এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক এক বিশেষ ভঙ্গীতে থাকে। এমন কতকগুলি ভঙ্গী আছে যা দেখলে স্বতঃই হাসি আসে। অনেক সময় হাসি পাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ না থাকলেও এক বিচিত্র কৌতুক বোধ করি। প্রায়ই দেখা যায় একটা অসঙ্গতি থেকে এই কৌতুক-বোধের জন্ম। কোন বিষয়ে আমাদের মনে যে পূর্ব্বকল্পিত ধারণা থাকে তার সঙ্গে যখন দৃশ্য বস্তু বা ক্রিয়ার কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না আমরা তখন হয় অবাক হই না হয় হেসে ফেলি।

ওয়েট-লিফ্‌টিং-এর কসরৎ

ধরুন, একটা গুরুভার জিনিষ তুলতে হবে, সেটা তুলতে সত্য সত্যই শরীরের বিশেষ এক
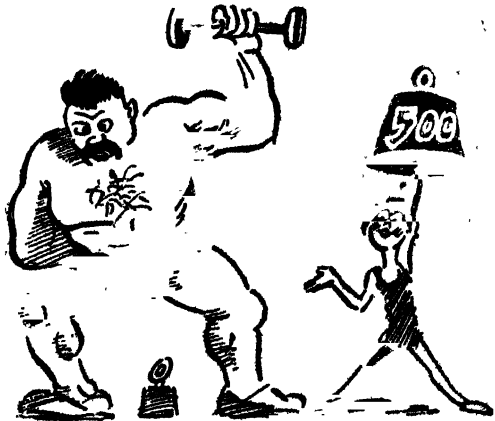
প্রকার ভঙ্গী ও বিকৃতি হয় সেইটাই স্বাভাবিক। এখন যদি কেউ অতি তাচ্ছিল্যভাবে একখণ্ড পালক কুড়িয়ে নেবার ভঙ্গীতে সেটি তুলতে যায় তখনই কৌতুক আসে। আবার একখণ্ড পালক তুলতে যদি দশমণ ভার তোলার মত কসরৎ দেখায় তখনও আমরা না হেসে পারি না।

কার্টুনকে মোটামুটি ভাবে দুটি ভাগ করা যেতে পারে। একটা শ্রেণী আছে, যাতে ব্যঙ্গ আছে—শুধু হাসতে হয়। অথবা ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে একটা শ্লেষ, কশাঘাত ও সঙ্কেত ফুটে ওঠে, ছবি দেখলে হাসতে হয় অথচ মনের গভীর কোন স্থানে যেন একটা তীব্র আঘাত অনুভব করতে হয়। আর একটা শ্রেণী হচ্ছে একটু গম্ভীর, দেখলেই মনে যে গভীর অনুভূতিটা আসে তার সঙ্গে হাসির সম্বন্ধ নেই। হয়ত করুণা, সহানুভূতি, ঘৃণা কিম্বা মানুষের ওপর অবিচারের প্রতিক্রিয়া এই রকম কিছু একটা ভাব এসেই একেবারে মনকে দখল করে বসে। এক্ষেত্রে শিল্পীর উদ্দেশ্য সফল হয় শুধু সহজ হাসির পন্থাটা বাদ দিয়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবি সচরাচর কমই দেখা যায়। 'পাঞ্চ' কাগজে বার্ণাড প্যাট্রিজের ছবিগুলি যেমন শুধু ঘটনাকে বিবৃত করে মানুষের মুখ ও ভঙ্গীর কোন ব্যঙ্গবিকৃতি দেখা যায় না ওর মধ্যে। প্রথম শ্রেণীর ছবিই বেশী উপভোগ্য বলে বেশী প্রচলিত।

এইবার আমরা কার্টুনকে আরও একটু বিশদভাবে দেখবো। প্রধানতঃ চার ভাগে একে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম : **কেরিকেচার**

কোন ব্যক্তিবিশেষকে ব্যঙ্গ করা। তার মুখ ও চেহারার হাস্যকর উপাদানগুলিকে অতিরঞ্জিত ক'রে তার এক বিকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করা। এখানে কেবল ব্যক্তিবিশেষের মুখাবয়বই হয় মুখ্য, এবং তার মধ্য দিয়েই সেই ব্যক্তির চরিত্রের একটা আভাষ ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয় : **সাময়িক, রাজনৈতিক বা সামাজিক কার্টুন**

এই বিভাগটার ক্ষেত্র সব চেয়ে বড়। সাময়িক খেলাধূলা সম্পর্কিত ছবিও এই বিভাগে পড়ে। এখানে ব্যক্তি সমাজ ও জাতি বিশেষ উপলক্ষ্য হয়, কিন্তু
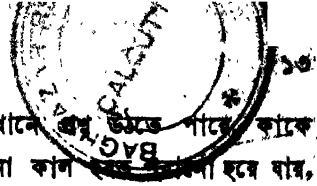
মুখ্য বিষয় হয় সম-সাময়িক ঘটনা। এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কাকে সাময়িক বলবো? আজকের একটা ঘটনা কাল হয়ত বাসি হয়ে যায়, আবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বের একটী ঘটনা হয়ত আজও নতুন আছে। এক্ষেত্রে ঘটনার উপর সাময়িকত্বের সীমারেখা টানা খুবই শক্ত। এখানে সংবাদ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। ঘটনার গুরুত্ব এবং তার পরবর্ত্তী ঘটনা থেকেই শুধু বলা যায় সেটা কি পরিমাণ সময়ের জন্য সাময়িক ছিল, বা থাকবে।

তৃতীয়: সাধারণ ব্যঙ্গাত্মক চিত্র

এই শ্রেণীর ছবিতে শুধু একটা সরস ব্যঙ্গরসই ফুটে থাকবে। এখানে বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে তৎসম্পর্কিত চরিত্র ও আবহাওয়া ধারালো এবং হাস্যকর না হলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে হাস্য-রসের সৃষ্টি করা।

চতুর্থ: প্রচার কার্য্যের জন্য কার্টুন

ব্যবসা সংক্রান্ত কিম্বা অন্য কোন প্রচার কার্য্যে যে কার্টুন ব্যবহৃত হয় সেগুলির উদ্দেশ্য কেবলই সেই ব্যবসা বা প্রচারকে সাহায্য করা। পণ্যদ্রব্যের ওপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দেওয়াই এই শ্রেণীর কার্টুনের উদ্দেশ্য, যাতে ভবিষ্যতে তারা ক্রেতাশ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে। অবশ্য দর্শকের মনে ব্যঙ্গ ও হাসির মধ্য দিয়ে তার অজ্ঞাতসারে এই ভাব আন্‌তে হবে। বিজ্ঞাপনে আমরা আজকাল যথেষ্ট কার্টুন দেখি, এ থেকে অনুমান করা শক্ত নয় যে ভবিষ্যতে এদিকে কার্টুনের ক্ষেত্র অনেকখানি বেড়ে যাবে। অনেক সময় আমরা কার্টুন-পোষ্টার দেখে থাকি। ফিল্মের ছবি যদি হাস্যমধুর অর্থাৎ কমিক হয় তবে কার্টুনের সাহায্যে তার প্রচার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই মাঝে মাঝে আমরা বিদেশীয় কমিক ফিল্মের কার্টুন-পোষ্টার দেখে থাকি। লরেল হার্ডি, চার্লি চ্যাপলিন এডি ক্যাণ্টর প্রভৃতি হাস্যরসিক অভি-নেতাদের ব্যঙ্গচিত্র বিজ্ঞাপন হিসাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

তিন

বার্ণাড শ

কেরিকেচার

এইবার আমাদের প্রথম বিভাগ কেরিকেচার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। আমরা বিশেষ করে আঁকার পদ্ধতি নিয়ে কিছু কিছু সঙ্কেত দেবার চেষ্টা করবো যাতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধা হয়।

কোন ব্যক্তিবিশেষের কেরিকেচার করতে হ'লে তার পূর্ব্বে মানুষের হাস্যকর মুখ আঁকা শিখতে হবে। হাস্যকর মুখ বলতে এই বোঝায় যে এমন

একখানা মুখ—যেটি দেখলেই হাসি আসে। তার যে কোন ভঙ্গীই হোক না কেন। এখন ১নং বক্সে দেখুন প্রথম একটী চতুষ্কোণ ঘরের মধ্যে একটী ডিমের মত আকার রেখা টানা হ'ল। রেখাটী যেন মোটা হয় এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা না হয়। তারপর তার পাশের চিত্রে দুটি বোতামের মত ছোট বৃত্ত আঁকা হ'ল এবং তাদের নীচে মাঝখানে আর একটি একটু বড় বৃত্তের নিম্ন অংশ আঁকা গেল। তার পরের ছবিতে ভুরু ও নাকের

১নং
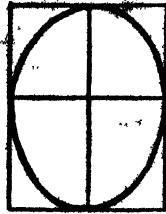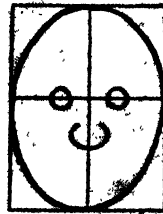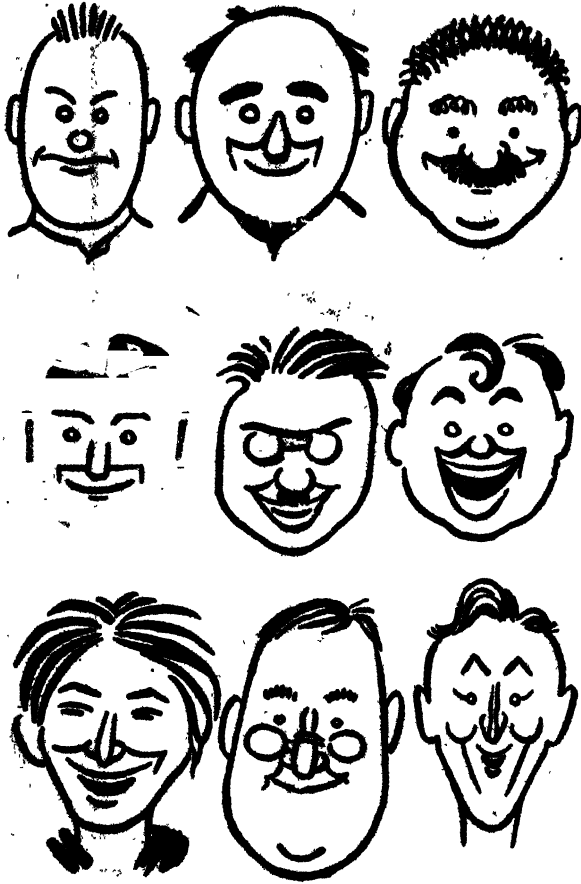
পাশে দুটি রেখা, তার পরের ছবিতে কাস্তের মত মুখ, চোখের দুটি পাতা—তার পরের শেষ ছবিতে দেখুন চুল গোঁফ ও গলা আঁকা হ'তেই কি সুন্দর একটি হাসি মুখ তৈরী হ'ল। এটা করতে আপনার দু'মিনিটের বেশী সময় লাগবে না এবং কিছু অভ্যাস হ'লে মিনিটে অনেকগুলি আঁকতে পারবেন। তার নীচের চিত্রে দেখুন আর একটি বিভিন্ন ধরণের মেয়ের মুখ ঐভাবে তৈরী হ'ল।

২নং

২নং চিত্রে দেখুন কয়েকটা

বিভিন্ন হাসিমুখ দেওয়া হ'ল। এদের মুখে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে প্রত্যেকের রকমারি হাসির ভঙ্গী এবং সেগুলি ফোটাতে কোন্ কোন্ রেখাটি সাহায্য করছে।

এবং

এইবার আমরা মুখকে নানাদিক থেকে দেখবো। ধরুন পাশ থেকে যদি আপনি কোন হাসিমুখ দেখেন, কি রকম দেখবেন? কল্পনা করবার কসরৎ না করেই দেখুন ৩নং চিত্রের প্রথম মুখটী। তারপর একে একে দেখুন বিভিন্ন মুখ ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে দেখলে যে রকম দেখাবে তা দেওয়া আছে। একটি মুখ নীচের দিকে ঝুঁকে আছে, একটি উপরের দিকে তুলে, একটি পাশে হেলে এই রকম। এই সঙ্গে এদের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীগুলিও দ্রষ্টব্য। এই রকম কতকগুলি মুখ আঁকা অভ্যাস করলে ক্রমে দক্ষতা আসবে। তখন আপনি আরও বিভিন্ন রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত হাস্যকর মুখশ্রী সৃষ্টি করতে পারবেন।

যখন কিছু দক্ষতা আসবে, তখন আপনি আশে পাশের লোকের মুখের অনুকরণ করতে পারেন। ধরুন আপনি পার্কে বসে আছেন। একটি টাক ওয়ালা মোটা ভদ্রলোক আপনার দৃষ্টিপথের মধ্যে বসলেন। আপনি সাম্নে কিম্বা পাশ থেকে তাঁর মুখখানি দেখছেন। পকেটে আপনার পেন্সিল ও ড্রইং খাতা যদি রাখেন, তাহলে একটী টাইপ আপনার সেদিন করায়ত্ত হবেই। মনে করুন ট্রামে বা বাসে যাচ্ছেন, কাছে যদি খাতা পেন্সিল থাকে তাহ'লে কতগুলি শ্রীমুখ যে আপনার খাতার ফাঁদে ধরা পড়বে তার ঠিক নেই। অবশ্য এই কাজে বিপদের সম্ভাবনা যে নেই তা নয়, সে বিষয়ও বলে রাখা ভাল, কেননা যাঁর মুখের আপনি কার্টুন আঁকলেন তিনি ওটি দেখলে যে বিশেষ খুসী হবেন না এটা জোর করেই বলা যায়।

আঁকতে আঁকতেই হাত পাকতে থাকবে। শুধু মুখ নয় তখন শরীরের কিছুটা ও কোনও বিশেষ ভঙ্গী ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। কোনও ব্যক্তিকে কেরিকেচার করতে হ'লে আসল ব্যক্তির চেহারাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। প্রত্যেক মানুষের মুখ ও শরীরের গঠন বিভিন্ন আদর্শে তৈরী। পৃথিবীতে কোন দুটি লোককে এক রকম দেখায় না। সুতরাং প্রত্যেকের মধ্যেই যে একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে এটা একটু লক্ষ্য করলেই

জানা যায়। ধরুন কারও মাথা বড় কারও ছোট; কারও মুখ লম্বা, কারও গোল; কারও নাক লম্বা কারও থ্যাবড়া ইত্যাদি। মাথা, চুল, চোখ, মুখ, নাক, গাল ও থুঁতনি এই কয়েকটা অঙ্গের ওপর এক একটা মুখের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। যার কেরিকেচার করতে হবে সেই ব্যক্তিকে সামনে কিম্বা ফটোগ্রাফে দেখে এই কটা জিনিষ লক্ষ্য করে নিতে হবে। ফটোর থেকে সত্যিকার মানুষকে দেখে কেরিকেচারের বেশী উপাদান পাওয়া যায়। কেননা এমন লোক আছে যার মুখের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই, তাকে হয়ত পিছন থেকেই একমাত্র কেরিকেচার করা সম্ভব।

এইচ, জি, ওয়েলস্

অতিরঞ্জন করার একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, যে অঙ্গটা বড় তাকে আরও বাড়াতে হবে, যেটা ছোট তাকে আরও ছোট করতে হবে। তবেই খানিকটা ব্যঙ্গকর বা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য অতি হাস্যকর হলেই যে ভাল কেরিকেচার হবে তার কোন মানে নেই। সার্থক কেরিকেচার তাকেই বলা যাবে যার মধ্যে আসল ব্যক্তির সাদৃশ্য বজায় থাকবে। দেখেই যেন তাকে চিন্‌তে কষ্ট না হয়। শুধু রূপগত নয় তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যেরও যেন কিছু ইঙ্গিত থাকে। এই সাদৃশ্যটা রাখা খুবই শক্ত কাজ তবে অভ্যাস করলে আয়ত্ত করা

অসম্ভব নয়। অনেক কেরিকেচার শিল্পী আছেন যাঁরা অত্যন্ত অদ্ভুত রচনায় সিদ্ধহস্ত—মুখের প্রতি অভিব্যক্তিটা রেখায় রঙে এমনই ফুটিয়ে তোলেন যে আসল ব্যক্তির সাদৃশ্য প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে থাকে। একটা কোন অঙ্গের সঙ্গে আসল ব্যক্তির সেই অঙ্গের হয়ত কোনই মিল থাকে না কিন্তু সমস্ত অবয়বগুলির সমন্বয়ে সেই ব্যক্তির রূপটা মনে পড়ে যায়।

হিটলারের মুখের ছবি অনেকেই দেখেছেন কিন্তু এই কেরিকেচারের মধ্যে যে হিটলারের রূপ ফুটেছে তা চিনে নেওয়া শক্ত না। অথচ এই ব্যঙ্গচিত্রের কোনও রেখাটা হিটলারের আসল ছবির রেখার সঙ্গে মেলে না। সমস্তগুলির সমন্বয়ে মনে হয় যেন হিট-লারের হিংস্র মূর্ত্তি রূপ পেয়েছে। এই রকম মহাত্মা গান্ধীর কেরিকেচারে ও অন্য ছবিতে এই কথাই খাটে।

হিট্‌লার

ব্যক্তি বিশেষের কেরি-কেচার সাধারণতঃ বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে নিয়েই করা হয়। যে ব্যক্তি প্রতিভা, অর্থ, প্রতি-পত্তি বা সুযোগের সহায়ে পৃথিবা কিম্বা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁকেই করা চলে কেরিকেচারের মডেল। ঐ রকম বৃহৎ ব্যক্তির জীবনের সমালোচনার উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি দিক থাকতে পারে। স্বভাবের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি,

কোন বিষয়ে প্রবল আকর্ষণ বা খেয়াল, জনসাধারণ সম্পর্কিত কোন উক্তি বা কাজ এইগুলি কেরিকেচারিষ্টের আক্রমণের বিষয় হয়। কোন একটী বিশেষ সখ বা কোন দুর্ব্বলতা থাকলে কেরিকেচারে সেগুলির সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। গান্ধীজি ছাগদুগ্ধ-প্রিয় ব'লে গান্ধীজির ছাগ-সহচরত্ব যেমন কার্টুনে স্বাভাবিক তেমনি চার্চ্চিলের চুরুটপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সব সময়ই চার্চ্চিলের মুখে বিরাট চুরুট ধরিয়ে দেওয়ায় কার্টুনিষ্টের আপত্তি থাকতে পারে না। এই ভাবেই চেম্বারলেন ভদ্রলোকের হাতে অকারণ বহু ছাতা দেখা যেত। অবশ্য সবগুলির মধ্যে ব্যঙ্গরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা প্রধান থাকা উচিত।

গান্ধীজি

কোন ভদ্রলোককে তার কেরিকেচার থেকে সঠিক চিনে নেবার জন্যে তার পরিচয়ের কিছু সঙ্কেত বা প্রতীক গ দরকার। এগুলি চিত্রের আনু-সঙ্গিক সন্নিবেশ—যেমন গোয়েরিং গায়েবল্‌সের কার্টুনের সঙ্গে নাৎসী-দের প্রতীক স্বস্তিকাচিহ্ন কোন না উপায়ে যদি না দেওয়া হয় তা হ'লে ওদের সত্যিকার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না টশের প্রতীক তাদের য়ুনিয়ন জ্যাক, তাই জনবুলের অঙ্গে তার চিহ্ন দেখা যায়। ঠিক সেই কারণেই আঙ্কল্ সাম
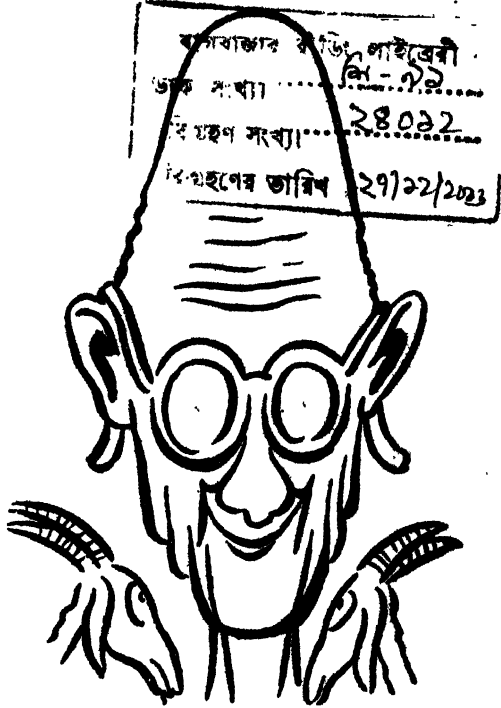
মার্কিনজাতীয় পতাকার তারাখচিত জামাই পরেন। রাশিয়ার কাউকে বোঝাতে সোভিয়েট প্রতীক কাস্তে হাতুড়ীর ছাপ কার্টুনিষ্টকে দিতেই হবে। আমাদের দেশের গান্ধীজি কিম্বা কংগ্রেসের কাউকে কেরিকেচার করতে গেলে সুবিধামত জাতীয় পতাকা বা চরখা কিম্বা তকলী শোভিত করে দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়াও কোন ব্যক্তির সঠিক পরিচয় জানাতে অনেক রকম পন্থা অনেকে অবলম্বন করেন। যদি কোন চিত্রশিল্পীকে বোঝাতে হয় তবে ছবিতে তার হাতে প্যালেট ও তুলি ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং লেখককে কলম দিয়ে অভিনন্দিত করা যেতে পারে। হয়ত এমন একজনকে বোঝাতে হবে যিনি বহু রকম কাজ করেন—সে রকম স্থলে সে ভদ্রলোককে সোজা অক্টোপাশ বানিয়ে ফেলুন এবং আটটা হাতে আট রকম যাখুশি ধরিয়ে দিন। সুবিধামত চতুর্ভুজা কিম্বা দশভুজাও করা যেতে পারে। এক লোককে প্রকাশ করার অনেক পথ আছে। শিল্পী নিজের রুচি মত একটি বেছে নেবেন। অবশ্য সাময়িক পত্রে প্রকাশযোগ্য চিত্রের অনেক দিক দেখবার আছে। সেখানি কোন দলীয় কাগজ এবং সে কাগজের রাজনৈতিক মতবাদ কি এগুলি জানা দরকার।

কেরিকেচার সম্বন্ধে শেষ কথা এই বলা যায় যে, এখানে অদ্ভুত কল্পনা ও হাতের দক্ষতা উভয়ই প্রয়োজন। কোন ব্যক্তির চেহারার মধ্য থেকে তার চরিত্র আবিষ্কার করা যেমন শক্ত তাকে রেখায় ফুটিয়ে তোলা আরও বেশী শক্ত। শুধু তাই নয়, সমস্ত রচনাটি ব্যঙ্গ এবং হাস্যকর উপাদানে অভিষিক্ত থাকা চাই। অধিক রেখা ও বর্ণের বাহুল্য সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য কারণ সহজে, অল্পশ্রমে এবং অল্পসময়ে যে চিত্র হয় তাকেই শ্রেষ্ঠ কার্টুন চিত্র বলতে হবে।

মেয়েদের মুখ—কার্টুনেও মেয়েদের মুখ আঁকার প্রয়োজন খুবই হয়। পুরুষের মুখের সঙ্গে মেয়েদের মুখের অনেকখানি পার্থক্য যে আছে তা আর না বললেও ক্ষতি হবে না। তবে চারুকলার মত কার্টুনকলাতেও

মেয়েদের মুখের সম্বন্ধে যে বিশেষ নিয়ম আছে তাই নিয়েই আলোচনা করা যাক।

কার্টুন আঁকতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন আসে মেয়েদের সম্বন্ধে পক্ষপাতী হওয়া উচিত কিনা। পৃথিবীর প্রায় সব কার্টুনিষ্টই বলবেন যে ব্যঙ্গ সৃষ্টি করার নানা প্যাঁচ আমাদের হাতে থাকলেও মানুষের সৌন্দর্য্যবোধের মাথায় লাঠি মারার কাজটা নেহাৎ ভাল নয়। তাই দেখা যায় মেয়েদের মুখ ও দেহ লাবণ্য কোন কার্টুনিষ্টই প্রায় উপেক্ষা করেনি। পুরুষকে যে পরিমাণে বীভৎস ও গ্রটেস্ক করা হয় সে পরিমাণে নারীদের চিত্রিত করলে রসভঙ্গ হয় বরং নারীদের সেই পরিমাণে বেশী সুশ্রী করলে ফল ভাল হয়।

পুরুষের মুখ ও চেহারা নানা ভাবে বিকৃত করতে পারেন কিন্তু মেয়েদের মুখে কোমলতা যেন নষ্ট না হয়। সূক্ষ্ম রেখার দরকার সূক্ষ্মতা বোঝাতে, পরিষ্কার ড্রইং দিয়ে শুধু ফুটবে আবেগপূর্ণ সুশ্রীতা। গ্রটেস্ক করার দিকে না যাওয়াই ভাল। তবে বাইরের সুশ্রীতা নষ্ট না ক'রে নারীর কোন আবেগের অভিব্যক্তির অতিরঞ্জন করা যেতে পারে।

অবশ্য এই নীতির ক্বচিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায় যেখানে কোন সুন্দরী অভিনেত্রী কেরিকেচারে এক গ্রটেস্কতম রূপ পেয়েছে। তবে প্রথমে এ বিপজ্জনক পথে না যাওয়াই ভাল নয় কি ?

ম্যাজিক কার্টুন

কার্টুনশিল্পীকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে যা দিয়ে তিনি সাধারণ প্রত্যেক জিনিষ এবং বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে এক ব্যঙ্গমূলক উপাদান খুঁজে পান। যেমন আমরা লাল চশমা লাগালে সমস্তই লাল দেখি তেমনি কার্টুনরসের এক কল্পিত চশমা শিল্পীকে পরতে হবে তবেই তিনি বাঁকিয়ে চুরিয়ে বিকৃত ভাবে সকল জিনিষকে দেখতে পাবেন। সাধারণ জিনিষ যখন কোন উপায়ে বিশেষ বিকৃতি নিয়ে আমাদের চোখের সামনে হাজির হয় তখন আমরা আনন্দ পাই—অতি পুরাতনের মধ্যেও বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাই।

কার্টুনশিল্পীকে যেমন বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে তেমনি দর্শককে সেটি বিশেষভাবে উপহার দিতে হবে। তার প্রকাশ ভঙ্গী যে একমাত্র তার ভাবপ্রকাশের যন্ত্র এটা মনে রাখতে হবে। প্রকাশভঙ্গী যে ভাবেই হোক না কেন আঁকার যে কতকগুলি ধারা আছে সেগুলি জানা দরকার। চারুকলার যেমন নানা অঙ্কনপদ্ধতি আছে কার্টুন আঁকারও অনেক রকম পদ্ধতি আছে। কালি ও কলম দিয়ে বা ব্রাস দিয়ে যা সাধারণতঃ আঁকা হয় তাছাড়া জলের রঙয়ে একরঙা দুই রঙা কিম্বা বহুরঙা কার্টুনও আঁকা যায়। নানারকম পদ্ধতি দিয়ে কার্টুনের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য দেশে একরকম পদ্ধতি আছে প্রায় তার প্রচলন দেখা যায়—যেখানে কার্টুন আঁকাকে সমবেত জনসভার মাঝখানে একটা আমোদ প্রমোদ হিসেবে কাজে লাগানো হয়। ধরুন কোন ক্রীড়া-কৌতুক কিম্বা কোন জলসার আসরে কোন কার্টুনশিল্পীর ওপর ভার পড়লো কিছুক্ষণের জন্যে

দর্শকদের আনন্দ দিতে হবে। শিল্পী একটি কালো বোর্ড ও সাদা খড়ি কিম্বা কালো খড়ি ও সাদা বোর্ড নিয়ে দাঁড়ালেন এবং দ্রুতবেগে সেই বোর্ডে রকম রকমের কেরিকেচার আঁকতে লাগলেন। দর্শক মুগ্ধবিস্ময়ে দেখতে থাকে ও উপভোগ করে। আঁকার সঙ্গে ছোটখাটো একটি রসালো বক্তৃতা সুন্দরভাবে বলা দরকার তাতে দর্শকের আনন্দ আরও বাড়ে।

এরকম স্থলে শিল্পীর যে কতখানি তাড়াতাড়ি আঁকার অভ্যাস থাকা দরকার তা বোঝা শক্ত নয়। একটি খুব মজার পদ্ধতি আছে। সেটি হচ্ছে প্রথমে দর্শকদের পরিচিত কোন একটি জিনিষ আঁকা হ'লে, সকলেই সেটি চিনে নিলে যে এটা একটা মদের গ্লাস কি প্রজাপতি কি ফুলের ট'ব এই রকম কিছু। তারপর দ্রুতগতিতে একটা একটা রেখার সামান্য পরিবর্ত্তনে কিছুক্ষণ পরেই সেটি একটি পরিচিত মানুষের আকার ধারণ করলো। হয়ত ফুলের টব থেকে বার্ণার্ড শ' হলেন মদের গ্লাস থেকে হোটেলের বয় বা প্রজাপতি থেকে গ্রেটা গার্ব্বো এমনি কিছু। প্রথমে দর্শকে যা কল্পনাও করতে পারে না মুহূর্ত্তমধ্যেই তার অতখানি পরিবর্ত্তনে তারা বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ওঠে।
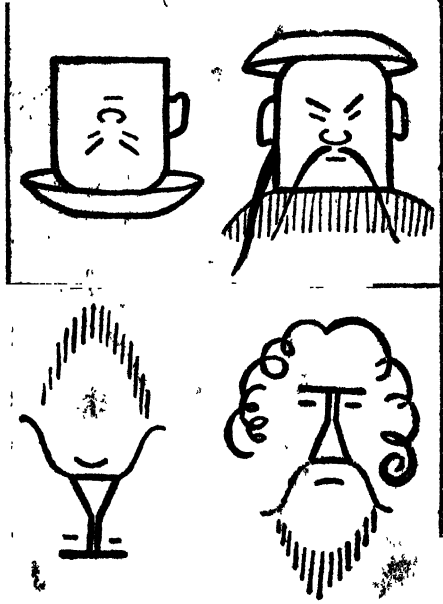
পূর্ব্ব পৃষ্ঠার চিত্রে দেখুন একটি চায়ের কাপ ডিসকে শিল্পী কিভাবে এক চীনাম্যানে পরিণত করেছে। তার নীচের দুখানি ছবিতে দেখুন একটি ফুলদানি থেকে কিভাবে রবীন্দ্রনাথের পরিণতি হ'ল। এগুলি চোখের সামনে যদি আঁকা হয় তা'হলে অধিকতর চমকপ্রদ ও কৌতুককর হয়ে ওঠে।

আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে একটি রেখাকে কোন জায়গায় ভগ্ন না ক'রে একটি সম্পূর্ণ চেহারা আঁকা। সঙ্গের চিত্রটী দেখলেই বুঝতে পারবেন মহাত্মা গান্ধীর দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গীটি একটি রেখায় সম্পূর্ণভাবে আঁকা আছে। নাকের ওপর থেকে রেখাটি আরম্ভ হয়ে সমস্ত শরীর পরিভ্রমণ ক'রে গলায় এসে শেষ হয়েছে। এরকম ছবিতে খুঁটি নাটির কোন প্রয়োজন হয় না এবং তা দেবার চেষ্টা করলে অনেক সময় চিত্রটি ভারাক্রান্ত হয়ে রসহীন হ'য়ে পড়ে।
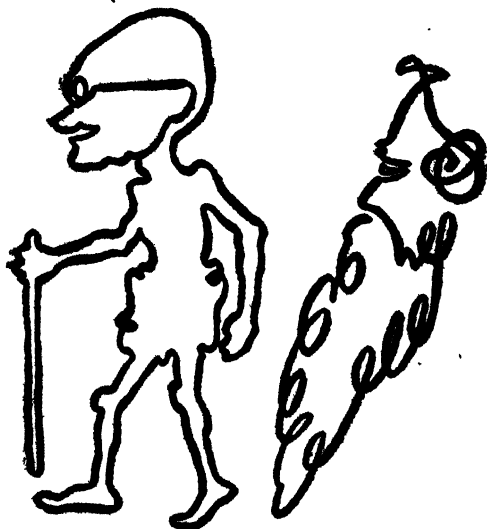
আর একটি মজার পদ্ধতি আছে ইংরাজি কিম্বা বাংলা অক্ষর দিয়ে মুখ রচনা করা। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত মুখশ্রী এর দ্বারা আঁকা যেতে পারে। ১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি অঙ্ক দিয়েও এ করা যায়। পর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখুন দুটি মুখ কেমন সুন্দর ভাবে হাস্যকর হয়ে উঠেছে। কেবল বুদ্ধি ক'রে একটি একটি অক্ষর বা অঙ্ক ঠিকভাবে বসালেই রকমারি অদ্ভুত ফল পাওয়া যাবে। এ খেলাও সবার সামনে দেখানো যেতে পারে।

চিত্রাঙ্কনের সমস্ত সরঞ্জাম বাদ দিয়েও অনেক উপায়ে কেরিকেচার করা

সম্ভব। সেগুলি শিল্পীর বিচিত্র রসজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। অনেক সময় আঁকার অভ্যাস না থাকলেও ক্ষতি হয় না। ধরুন কাগজ কেটে কালো কার্ড বোর্ডের ওপর আঠা দিয়ে এঁটে নানা অদ্ভুত চিত্র সৃষ্টি করা যায়। আলু

অঙ্ক দিয়ে আঁকা মুখ

অক্ষর দিয়ে আঁকা মুখ

বেগুন কুমড়ো কড়াই ইত্যাদি তরকারী দিয়ে অনেকে মজাদার কেরিকেচার গড়েছে। একটি কেড্‌সের ব্রাউন জুতো আর একটি বুরুশ, দুটি সাদা বোতাম ও সামান্য খানিকটা কালো বস্ত্রখণ্ড দিয়ে একটি চমৎকার হেলসেলাসির মুখের ব্যঙ্গ রচনা আমি দেখেছি। গুলি সুতো, দেশলাই কাঠি, বাক্স বোতাম এই সব দিয়েও অনেক কিছু গড়া যায়। বহু সামান্য প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়ে কেরিকেচার সম্ভব। উপাদান যতই সামান্য হোক তা দিয়ে উৎকৃষ্ট রচনা তৈরী হতে পারে। অবশ্য ভাল হ'লে তখন তার ফটোগ্রাফ রাখা উচিত। কারণ কাগজে ছাপাবার জন্যে ফটোগ্রাফের দরকার।

চার

গণেশ-জননী

সাময়িক, রাজনৈতিক ও খেলাধূলা সম্পর্কীয় কার্টুন

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে এই বিভাগটি সব চেয়ে বড়। এই শ্রেণীর কার্টুনই পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ এবং সাময়িক পত্রে বহুল পরিমাণে ছাপা হয়। রাজনীতি সংক্রান্ত কার্টুন যে কোন দলের মতবাদ প্রচারের জন্য অপরিহার্য্য। দেশের শাসনতন্ত্র ঘটিত কোন সমালোচনার জন্য তীব্রভাবে কার্টুন কশাঘাত করা হয়। রাশিয়ায় যখন সোভিয়েট আন্দোলন চালানো হয় তখন জনসাধারণ বেশীর ভাগই অশিক্ষিত ছিল। লেখাপড়া যারা জানে না তাদের মধ্যে আন্দোলন চালানো খুবই শক্ত। নেতারা তাই কার্টুনের সাহায্য নিয়ে কাজ শুরু করেন। বড় বড় কার্টুন পোষ্টার চারিদিকে লাগান হ'ল—

নিরক্ষর জনসাধারণ ছবি দেখেই অর্থ বুঝলো এবং সোভিয়েট আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠলো। যুদ্ধ বিষয়ক ফাণ্ডে ও রেডক্রস ফাণ্ডে অর্থ প্রয়োজন হ'লে কার্টুন প্রচারের দ্বারা তা সংগৃহীত হয়। ইলেক্‌শন্‌ দ্বন্দ্বেও দেখা যায় এই কার্টুনের দ্বারা অসম্ভব কাজ পাওয়া যায়। লোকের মনে কার্টুনের ক্রিয়া এতই শক্তিশালী ও অনিবার্য্য।

আমেরিকার এক বিখ্যাত সংবাদ পত্রের মন্তব্যে এক সময় লিখেছিল—রাজনৈতিক কার্টুন জনমতেরই প্রতিধ্বনি কিন্তু যে কার্টুন জনমতের শুধু প্রতিধ্বনি না হ'য়ে জনমতকে চালিত করে তাকেই শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী কার্টুন বলতে হবে। জনমতকে গঠন করতে ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে কতকটা ভবিষ্যৎবাণীর অনুজ্ঞা থাকা চাই। হয় সেটি কোন সমস্যা, নয় কোন আসন্ন বিপদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

রাজনৈতিক ও সাময়িক কার্টুনের প্রথম কথা হল—চিত্রটির বিষয় কোন টাট্‌কা সাময়িক ঘটনা অবলম্বন ক'রে হওয়া চাই। পুরাতন সংবাদে লোকের আগ্রহ মরে যায়। নতুন খবর প্রত্যেকের কাছেই লোভনীয়। এই খবর অবলম্বন করে তাকে একটা ব্যঙ্গমূলক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ফোটাতে হবে। শুধু খবর বা শুধু ব্যঙ্গটা আবার বড় হ'লে চলবে না, একটা বিশেষ বক্তব্য যেন ছবির মধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। নৈতিক হোক রাজনৈতিক হোক কোন একটা সুনির্দ্দিষ্ট মন্তব্য যেন দর্শকের মনে সহজে প্রবেশলাভ করতে পারে। বিষয়টা আসলে খুব সহজ নয় তাই আমরা পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ কার্টুনিষ্টের সাক্ষাৎ পাই।

রাজনৈতিক বা সাময়িক কার্টুন সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে কার্টুনিষ্টের যথেষ্ট রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা দরকার। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি যত অভিজ্ঞ হবেন ততই তাঁর পক্ষে সুবিধা। প্রত্যেক সাময়িক ঘটনাকে তিনি যতই তীক্ষ্ণভাবে রাজনৈতিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে দেখবেন ততই তাঁর পক্ষে কার্টুন আঁকা সহজ হবে। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে

যে এক একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে তার গতি এবং ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক ইতিহাসে তার প্রতিক্রিয়ার যে সম্ভাবনা—সেগুলি ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে। দেশের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সেগুলিকে তুলনা ক'রে তা থেকে কোনও নীতি আবিষ্কার করারও প্রয়োজন হ'তে পারে। এক কথায় কার্টুনিষ্টকে অনেকটা রাজনীতির ছাত্র হ'তে হবে। কোন মতবাদের মধ্যে ক্রটী থাকতে পারে। এক মতবাদের সঙ্গে অপরটির সংঘর্ষের কারণ থাকতে পারে। কোন নেতার বিশিষ্ট নীতি ভ্রান্ত হ'তে পারে কার্টুনিষ্টের চোখে এগুলি যথাযথ ভাবে ধরা পড়া দরকার। সাময়িক প্রত্যেকটী ঘটনার সঙ্গে পরিচয় সেইজন্যে তাঁর পক্ষে অপরিহার্য্য।

আইডিয়া বা প্রেরণার জন্যে কার্টুনিষ্টের পক্ষে সকলের মতামত যেমন জানা দরকার তেমনি তাঁর নিজেরও ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা নীতি থাকা দরকার। কোনটি ঠিক কোনটি ঠিক নয় এ সম্বন্ধে তাঁর যেন একটা পরিণত ও সুস্পষ্ট অভিমত থাকে। সাংবাদিকের যেমন কোনও একটা কর্ম্মপন্থা ও চিন্তাধারায় বিশ্বাস থাকে কার্টুনিষ্টেরও সেইরূপ থাকা দরকার। তবেই তিনি বিরুদ্ধ মতকে বিদ্রূপ দিয়ে কশাঘাত করতে পারবেন। মনে করুন প্রাচীন পন্থী কোন পত্রিকার কার্টুনিষ্ট যদি আধুনিক জীবনযাত্রার ওপর শ্রদ্ধাহীন হন তবেই তাঁর কার্টুনের শ্লেষ সবল ও সার্থক হবে। সোশ্যালিষ্ট কোন পত্রিকার কার্টুনিষ্টকে সোশ্যালিজ্‌মে আস্থাবান হওয়া দরকার তবেই তিনি নাৎসীজ্‌ম্‌, ফ্যাসিজ্‌ম কিম্বা অন্য ইজ্‌মের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন ও তাকে আঘাত করতে পারবেন।

আমাদের পূর্ব্ব বিভাগ অর্থাৎ কেরিকেচারের সঙ্গে এই শ্রেণীর কার্টুনের প্রধান পার্থক্য এই যে, কেরিকেচারে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং কার্টুনে ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে সাময়িক ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ব্যক্তি হয় ঘটনার উপকরণ। কিম্বা যদি কোন ব্যক্তি সেখানে থাকে সে বোঝায় তার দলকে কিম্বা তার মতবাদকে। সমস্ত কার্টুনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সাময়িক

ঘটনার মধ্য দিয়ে কোন ব্যক্তি বা তার দল বা তার মতকে ব্যঙ্গচ্ছলে কটাক্ষ করা এবং তুচ্ছ করে দেওয়া। কারুর কোন কাজকে হাস্যকর ক'রে দেখাতে পারলেই তার নীতিকেই ভুল প্রতিপন্ন করা হ'ল। বিখ্যাত কার্টুনিষ্টরা অনেক সময় এক একটি কাল্পনিক প্রতীক আবিষ্কার করেন এবং সেইটি ছবির মধ্যে চালান। যেমন ষ্ট্রুবের "ছোট মানুষ", পপ'এর "জন সিটিজেন্", লোএর "ব্লিম্প"। এই প্রতীকগুলি হয় কোন দল কিম্বা কোন মতবাদ কিম্বা জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে বসে।

এখন কোন রাজনৈতিক ঘটনাকে কিভাবে কার্টুনে রূপান্তরিত করতে হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। প্রথমে একটি ঘটনা সম্পর্কে যতখানি জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া সম্ভব সবগুলি সংগ্রহ করা দরকার। অবশ্য বিভিন্ন কাগজপত্রে বা লোকমুখে অনেক সময় এক বিষয়ে পরস্পর বিরোধী সংবাদও পাওয়া যায়। যাই হোক সেগুলি থেকেও প্রধান ঘটনার স্বরূপ বুঝে নেওয়া শক্ত হয় না। এইবার মনে মনে এই ঘটনা থেকে কি দেখানো দরকার এইটা স্থির করতে হবে। তখন তাকে কোন ব্যঙ্গমূলক রূপক দিয়ে কল্পনা করা যেতে পারে। সংবাদ কিংবা ঘটনাকে কিভাবে বাঁকিয়ে, বিকৃত ক'রে বা অতিরঞ্জিত ক'রে উদ্দেশ্য সফল করতে হবে সেটা শিল্পীর রসজ্ঞানের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এইখানে তাঁর নিজস্ব রুচির পরিচয় ও শক্তি বিকাশের ক্ষেত্র। কার্টুনের গল্প ঠিক ঠিক ভাবে বাস্তবের সঙ্গে না মিললেই সর্ব্বনাশ, লোকের কাছে দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়বে। আবার ধরুন তাও মিল্‌লো অথচ কার্টুনের মূল ইঙ্গিত গেল বদলে। এই রকম অনেক বিপদ আছে যার জন্যে কার্টুনের উদ্দেশ্য সফল না হ'তে পারে।

এইবার দুই একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট করা যাক।

মুদ্রাস্ফীতি নীতি নিয়ে একটি সহজ কার্টুন দেওয়া হ'ল। ছবিতে আর কিছুই নয় একজন মোটা লোক একটি রোগা লোকের পিঠে জাঁকিয়ে বসেছে। মোটা লোকটি আর কেউ নয় 'মহার্ঘ্য খাদ্য' আর ধরাশায়ী হচ্ছে 'জনসাধারণ'।

ছবিটিতে এই ভাবটিই বোঝানো হয়েছে যে খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘ্যতার জন্যে গরীব সাধারণ কিভাবে মারা যাচ্ছে। এখানে খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘ্যতাকে মানুষরূপে কল্পনা ক'রে তার মুখে এই কথা দেওয়া যেতে পারে যেন সান্ত্বনাচ্ছলে মজুরকে বলছে—'আমার ভার ত কাউকে নিতেই হবে ভায়া!' কি এই রকম আর কিছু।

এমন আর কী ভারী?

'পৃথিবীর শান্তি'কে একটি পরীরূপ দিয়ে আরেকটি ছবিতে দেখুন পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতি বোঝানো হয়েছে। 'ক্ষমতার ক্ষুধা' যেন দৈত্যের উন্মুক্ত হাঁ 'এর মত এক বিরাট ট্যাঙ্ক শান্তিকে গ্রাস করতে উদ্যত। ক্ষমতালোভী জাতিদের রণোন্মাদনাকে উপলক্ষ্য করেই এ ছবিটি তৈরী।

আর একটি ছবিতে চার্চ্চিল ও রুজভেল্টকে একই চশমার মধ্য দিয়ে তাকাতে দেখানো হয়েছে। উভয়েই যেন একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে দুজনেরই স্বার্থ বা লক্ষ্য যেন এক।

প্রত্যেক বিখ্যাত কার্টুনিষ্টের বিশেষ আঁকার ভঙ্গী লক্ষ্য করা দরকার। তাতে অভিজ্ঞতা বাড়ে এবং চোখ তৈরী হয় ও হাতের দক্ষতা ক্রমশঃই পরিণত হ'তে

থাকে। পৃথিবীর বাজারে যাঁদের ছবির দাম ও [illegible] আছে তাঁদের ছবি যত বেশী দেখা যায় ও বোঝার চেষ্টা করা যায় ততই ভাল।

এক এক জন শিল্পী আছেন যাঁরা কার্টুনে খুব বেশী বিকৃতি পছন্দ করেন না। যেমন বার্ণার্ড প্যাট্রিজ যা আঁকেন তাতে চরিত্রগুলি হুবহু আসল চেহারার সঙ্গে মিলে যায় এবং ঘটনাকেও খুব বেশী বিকৃত করেন না। এই শ্রেণীর ছবিতে হাসির উপাদান কম থাকলেও শিক্ষনীয় বিষয় যথেষ্ট থাকে।
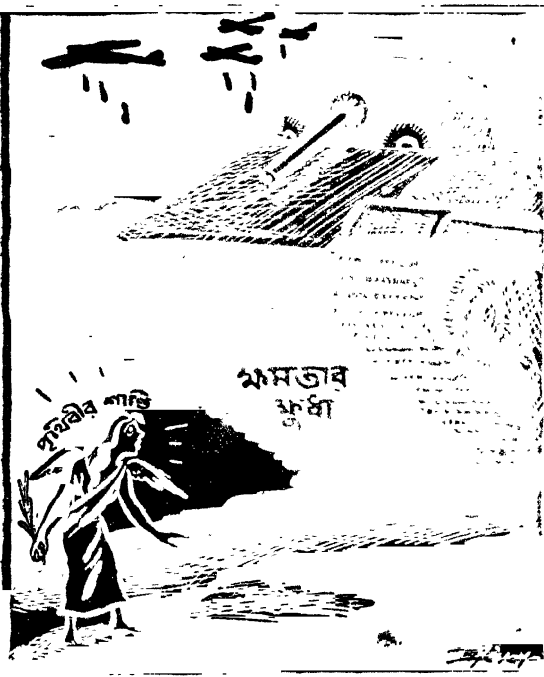
যুদ্ধদানবের রথ

দেখলে মনে হয় যেন এক নিমেষে কোন রাজনৈতিক ঘটনার সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। কেউ কেউ আছেন যাঁরা চরিত্রগুলিকে বাস্তবরূপ দেন কিন্তু তাদের ভঙ্গী ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনকে ব্যঙ্গময় ক'রে তোলেন। এই দুই শ্রেণীর শিল্পী ছাড়া বেশীরভাগ শিল্পীই চরিত্রে, ভঙ্গীতে ও আবেষ্টনে হাস্য-মূলক বিকৃতি সৃষ্টি করেন। এই শ্রেণীর মধ্যে বোধহয় 'ডেভিড্ লো'ই শ্রেষ্ঠ।

চার্চিল, রুজভেল্ট (যুদ্ধকালীন দৃষ্টিভঙ্গী)

রাজনৈতিক কার্টুনে অনেক সময় সাধারণে প্রচলিত গল্প, প্রবাদ, গাথা বা লোকপ্রিয় ছড়ার প্রয়োগ কৌতুক সৃষ্টি করে প্রচুর। যে গল্প সকলেই জানে সেই রকম অতি পরিচিত প্লটএ কার্টুনের বিষয় বস্তুকে ঢেলে নেওয়া শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। যত প্রচলিত ও সর্ব্বজন-বিদিত কাহিনী হবে ততই দর্শকদের কাছে রসাল লাগবে। আরব্য উপন্যাসের গল্প পৌরাণিক রূপ-কথা বা ঈশপ্‌স্ ফেবল্‌সের গল্প—এই-গুলিই সাধারণতঃ কার্টুনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সময়ে সময়ে বিখ্যাত সাহিত্যিকের লোক-প্রিয় গল্পকেও নেওয়া যেতে পারে। জীব-জন্তুকে মানুষের মত

চরিত্র দিয়ে তাদের বিচিত্র আচার ব্যবহারগুলিকে ব্যঙ্গরূপ দেওয়া যায়। নিছক ব্যঙ্গমূলক ছবিকেও সহজে রাজনৈতিক কার্টুনে পরিণত করা যেতে পারে।

কার্টুন শিক্ষার্থী দৈনিকপত্র থেকে তাঁর ছবির নানা রকম উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রতিদিন যে সমস্ত সংবাদ ছাপা হয় তা থেকে ছবি রচনার

সংবাদটি বেছে নিতে হ'বে। প্রত্যেক সাধারণ ঘটনাকেও কার্টুনের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নতুন ভাবে রংচঙে করা যায়। এখানে ঘটনা বলতে অনেক কিছুই বোঝায় তার মধ্যে বিখ্যাত পদস্থ ব্যক্তির বক্তৃতা বা কোন উক্তিকেও ধরা যেতে পারে। বিষয়টি যতই সম-সাময়িক হবে ততই লোকের ঔৎসুক্য বাড়বে এবং লেখার চেয়ে ব্যঙ্গচিত্রের আকর্ষণই বড় হ'বে। মনে রাখা উচিত অতি সামান্য ঘটনাকেও মোচড় দিয়ে কৌতুকময় চিত্রে পরিণত করা যায়।

সামাজিক কার্টুন—

রাজনৈতিক কার্টুন যতটা ক্ষণস্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করে সামাজিক কার্টুনের পরমায়ু তার চেয়ে বেশীক্ষণ স্থায়ী। কেননা সমাজের নীতি ও ধারা প্রতি মুহূর্ত্তে বদলায় না। এক একটি প্রথা ও সংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে সমাজের যথেষ্ট সময় লাগে। লোকের মনে প্রচলিত বিশ্বাস ও অনেক-দিনের সংস্কার বদলাতে হ'লে ব্যাপক আন্দোলন ও প্রচারের দরকার হয়। অবশ্য কোন বিষয়ে যদি শাসনবিভাগ হ'তে আইন প্রণয়ন হয় তা'হলে স্বতন্ত্র কথা। আইন প্রণয়ন দ্বারা সমাজের দুর্নীতি অনেক দূর করা যায় কিন্তু সবক্ষেত্রে হয়ত আইনের প্রচলন বাঞ্ছনীয় নয়। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থায় আইনের হস্তক্ষেপ কতকটা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত বলেই মনে হয়। এবিষয়ে লোকমত গঠনই যুক্তিযুক্ত। তার ফলে সহজে ও ধীরে ধীরে লোকে চলিত প্রথার অনিষ্ট সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠে। তখনই কোন সংস্কার স্বাভাবিক ভাবে সম্ভব হয়।

পুরানো জিনিষের ওপর আমাদের বিশেষ একটা মমতা জন্মে যায়। খারাপ হ'লেও তাকে অনেক সময় আঁকড়ে থাকি। কার্টুনের কাজ আর কিছু নয় ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সাহায্যে প্রচলিত প্রথার ত্রুটী দেখিয়ে দেওয়া। ধরুন আমাদের দেশে এখন অনেকেই বিলম্বে বিবাহের পক্ষপাতী। শর্দা

আইনের পর থেকে এবং নানাবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার তাড়নায় অল্প বয়সে এবং উপযুক্ত বয়সে বিবাহ প্রায় উঠে যাচ্ছে। এর কিছু সুফল থাকলেও কুফল যথেষ্ট আছে। অতি অল্প বয়সে বিবাহের মত অতি-বিলম্বিত বিবাহও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এই বিষয়ে কার্টুনিষ্ট সমাজকে বিদ্রূপ করতে পারেন। দুটি প্রথারই অতি রঞ্জিত দু'খানি ছবি পাশাপাশি দিয়ে দুটির তুলনা ফুটিয়ে তুললেই কার্টুনটি সার্থক হ'বে।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক রকম ভাবে কার্টুন করা যেতে পারে। পাত্রী দেখার বিচিত্র রীতি নিয়েও অনেক ব্যঙ্গচিত্র আঁকা যায়। ধরুন কতকগুলি প্রাচীনপন্থী পাড়াগাঁয়ের লোক সহরে মেয়ে দেখতে এসেছেন। আধুনিকা মেয়ের হাতে টেনিস্‌র‍্যাকেট আর পায়ে হাইহিল জুতা দেখেই তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন। আবার এই ঘটনার ঠিক উল্টোটি ঘটাও সম্ভব, যথা, পাড়াগেঁয়ে ছোট মেয়েকে সহরের আধুনিক ছোকরারা দেখতে গিয়ে যা বিপদ ঘটে। এইরকম প্রাচীন পন্থীদের সঙ্গে প্রতি পদে আধুনিকদের যে সংঘর্ষ তাকে কার্টুনে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। এসবের বিষয়বস্তু ও খুঁটিনাটি শিল্পীকে খুঁজে নিতে হবে। ঠিকমত ব্যঙ্গরস ফোটাতে পারলেই কার্টুনটি একসঙ্গে আনন্দদায়ক ও শিক্ষাদায়ক হবে।

গানের অভিব্যক্তি

হোলি হ্যায়

কতকগুলি সাময়িক কার্টুনের নমুনা

হিটলার সকলকেই কাজে লাগাবার পক্ষপাতী। ইতালীর মুষল-ইনিকেও তিনি বাদ দেন নি।

মুসো'র মুষলত্ব প্রাপ্তি

সরকারী হিসেবে প্রতি চার জনের একজনকে দিগম্বর থাকতে হবে— গুণতিতে এমন কিছু বেশী নয়— তবে এর সঙ্গে উচিত ছিল ন্যুডি-জমের মাহাত্ম্য প্রচার করা আর তার সঙ্গে "কাপড় পরে কি হয়?" ইত্যাদি বুলি জুড়ে দেওয়া।

পাঁচ

নিছক ব্যঙ্গমূলক কার্টুন

পূর্ব্বের বিভাগটির মত এ জাতীয় কার্টুনের ক্ষেত্রও অনেকখানি প্রশস্ত। শিল্পী এই বিভাগে যতখানি স্বাধীনতা পান এতখানি আর কিছুতে পান না। কেরিকেচারে বা রাজনৈতিক কার্টুন রচনায় মডেলের পোর্ট্রেট কিছুটা বজায় রাখার চেষ্টা করতে হয় এবং তার চরিত্র ও টাইপ নিয়ে কিছুটা ধরা-বাঁধার মধ্যে থাকতে হয় কিন্তু শুধু ব্যঙ্গমূলক ছবিতে তাঁর অবাধ স্বাধীনতা। এখানে মতবাদ প্রচারের কোনওরকম চেষ্টা নেই বলেই সব সময় বাস্তব ঘটনাকে অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না এবং কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বেরও প্রয়োজন হয় না। এখানে নিছক ব্যঙ্গসৃষ্টিই কার্টুনিষ্টের লক্ষ্য হয় এবং এইটুকুর জন্য যতটুকু পারিপার্শ্বিক মেক্-আপের প্রয়োজন সেইটাই যথেষ্ট।

কথাবার্ত্তায় আমরা প্রায়ই ব্যঙ্গসৃষ্টি করে থাকি। গল্প করায়, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনায়, মাঝে মাঝে এক একটি কথার দ্বারা এমন রসসৃষ্টি হয় যাতে তখনকার মত সকলেই হেসে ওঠে। দেখা যায় এই হাসাবার ক্ষমতা এক একজনের মধ্যে বেশী থাকে। তাদের প্রত্যেক কথাতেই হেসে উঠতে হয়। তারা সঙ্গীদের কাছে প্রায়ই অস্বাভাবিক রকম প্রিয় হ'য়ে পড়ে। অনেক সময় তাদের সঙ্গ সঙ্গীদের কাছে যেন আনন্দের বস্তু হয়ে ওঠে। আলোচনা বা গল্পকে রসাল করার জন্যেই তাদের এই জনপ্রিয়তা। মানুষ স্বভাবতই হাসিকে উপভোগ করে। দৈনিক জীবনে প্রাণখোলা হাসির কতখানি প্রয়োজন তা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করি। একদিন অন্ততঃ খানিকটা সময়ের জন্যে হাসির মধ্যে মসগুল হ'তে না পারলে সমস্ত দিনটা যেন গুমোট হয়ে ওঠে। চার্লি চ্যাপলিনের পৃথিবীজোড়া জনপ্রিয়তার মূলে এই সত্যই

আছে। লরেল হার্ডি, হ্যারল্ডলয়েড প্রভৃতি অভিনেতারা ফিল্মজগতে যে হাসির অবকাশ এনে দিয়েছেন তা তাঁদের ব্যঙ্গসৃষ্টির অতুলনীয় ক্ষমতার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। এখন এই ব্যঙ্গরস যা আলাপে অভিনয়ে গল্পে গানে বা ভঙ্গীতে প্রকাশ করা যায় চিত্রে প্রকাশিত হ'লে তার নাম হয় কার্টুন। অবশ্য যে ব্যঙ্গরস সঙ্গীতে সৃষ্টি করা যায় কথায় যেমন তা প্রকাশ করা যায় না, তেমনি চিত্রেও তা সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গী দিয়ে বিভিন্ন জিনিষই পরিবেশন করা যায়।

এই রবিবারই আমার একটু যা ছুটি, দেখছো ত!

চিত্রে ব্যঙ্গসৃষ্টির রহস্য, কথায় ঠিক বলা যায় না। এর উপাদান শিল্পীই সংগ্রহ করবে এবং নিয়মকানুন সেই রচনা করবে। কারণ, নিয়মকানুন আর কষ্টকল্পনা দিয়ে আর যাই হোক ব্যঙ্গরস সৃষ্টি হয় না। এ রস সহজেই আমাদের মাথায় আসে এবং একে সৃষ্টি করার প্রেরণাও জন্মায় সহজেই। কতখানি চিনি দিলে সন্দেশ কোন দরের হবে বলা যায় কিন্তু কার্টুনে কতখানি বিকৃতি বা অতিরঞ্জন করলে সেটি উঁচুদরের হবে বলা শক্ত। এর বাঁধাধরা মাপকাঠি হতে পারে না। কতখানি নাক লম্বা পেটমোটা কিম্বা ঘাড়ছিনে হলে লোকটা সবচেয়ে হাস্যকর হবে এ বলা একেবারেই সম্ভব নয়।

নিছক ব্যঙ্গমূলক কার্টুনে শুধু চেহারার হাস্যকর ভঙ্গীই বড় নয় ছবির বিষয় বস্তুর মধ্যেও হাস্যকর উপাদান থাকা চাই। এই সঙ্গে ছোট ছোট যে ছবিগুলি দেওয়া হ'ল এগুলিতে লক্ষ্য করুন আর্টিষ্টের প্যালেট আর ক্যানভাসের সাইজের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই।

মুড্ এসেছে

সুরের মোহ

বেহালা বাদকের ভঙ্গী, ঘুমন্ত ভদ্রলোকটী কেমন রেডিও উপভোগ করছেন। করতাল বাজিয়ে পশ্চিমাদের হোলি উৎসবের গান। গানে তারা যে বেশ মন ঢেলে দিয়েছে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই সব ছবিগুলিতে যে বিষয়বস্তুর সামান্য ব্যঙ্গ ইঙ্গিত রয়েছে, মাত্র তাতেই হাস্যকর হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও বিষয়বস্তুর মধ্যে গল্পের অবতারণা করা যায়, পরে সেরকম ছবিও দেওয়া যাবে।

কার্টুনের টাইটল্ বা ডায়ালগ্

একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। ছবির সঙ্গে তার নামকরণের অতি নিকট সম্বন্ধ। এ দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিবরণের মর্ম্মটুকু যেন ছবিতে ফুটে ওঠে, তবেই তা হাস্যসৃষ্টির সহায়ক হবে। অনেক সময় সাধারণ ছবিও নামকরণের গুণে অদ্ভুত রকমের রসাল হয়। সেই জন্য কোন কোন সময় এটির দিকে দৃষ্টি রেখে ছবি আঁকাই ভাল। অবশ্য যেখানে নামকরণ কাজে স্বাধীনতা থাকে সেখানে সেটা পরে করা যেতে পারে। ছবি আঁকার পরে তা দেখে যে রকম টাইট্ল্ মানাবে তাই রাখবেন। সেটা অনেক সময় প্রাথমিক কল্পনা থেকে সরে যেতে পারে কিন্তু ফল ভালই হয়।
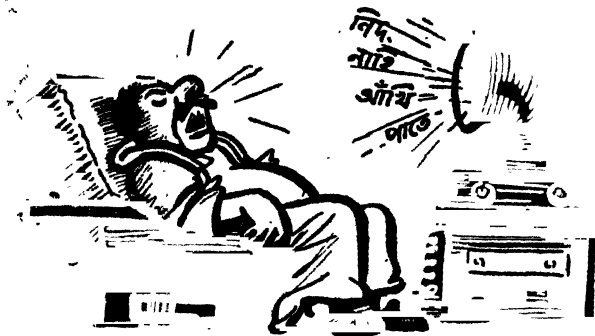
ঘুম পাড়ানি গান

গান, ছড়া, প্রবাদ এগুলি থেকে কার্টুন রচনা করা যায়। তার পর স্বামী-স্ত্রী, শিক্ষক-ছাত্র, বন্ধু-বান্ধবের আলোচনা এগুলিকে ভিত্তি ক'রেও ব্যঙ্গরস ফুটিয়ে তোলা সাধারণ রীতি। ছোট ছোট রসরঙ্গ জাতীয় কথা থেকে যথেষ্ট

শিক্ষক : আচ্ছা বলতো তানসেন কে ?
ছাত্র : টকী-স্যার, সায়গল স্যার !

কার্টুন আঁকা যেতে পারে। একটি প্র চ লি ত গানের কার্টুন এসঙ্গে দেওয়া হ'ল।

কার্টুনের চরিত্র যেখানে যেমনভাবে কথা বলছে বা যেমনটি করছে তার চেহারা ও মেক্-আপ তদনুযায়ী হওয়া চাই। ধরুন শিক্ষক ছাত্রের ব্যাপারে শিক্ষককে মাথায় টাক, নাকের ওপর চশমা, লম্বা নাক, চাদরজড়িত নিরীহ ভদ্রলোক সাজালেই ভাল হয়। ছাত্রকে গোলমুখ দুষ্টুমিভরা চোখ দিয়ে আঁকলে তার চরিত্র বেশ ফুটবে। ধনীলোককে অসম্ভব মোটা করতে পারেন, গরীব চরিত্রকে যত রোগা করুন আপত্তি নেই। ফিল্ম তারকাকে স্লিম্, ফ্যাশন-দুরস্তা ও আধুনিকা করার যেন ত্রুটী না হয়। আবার কোন জায়গায় গৃহস্বামীকে একজোড়া বিরাট গোঁফও উপহার দিতে পারেন। ফিল্মফ্যানদের আর কিছু না দিন মাথায় প্রচুর চুল ও চোখে গগ্‌ল্‌স্ দিলেই চলবে কিন্তু আর্টিষ্টদের পাঞ্জাবীর ঝুল কখনও খাটো করবেন না এইভাবে প্রত্যেক চরিত্রকে তার বিশিষ্ট টাইপ করা হবে।

জাগরণে যায় বিভাবরী

নিছক ব্যঙ্গমূলক কার্টুনে প্রকাশভঙ্গী বা এক্‌স্‌প্রেশন্ বড় জিনিষ। চোখ মুখের ভঙ্গী এবং অঙ্গভঙ্গী ঠিকমত ব্যঙ্গমূলক না হ'লে কার্টুনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। কিছু কিছু অস্বাভাবিক জিনিষের সমাবেশ কার্টুনের ব্যঙ্গরস
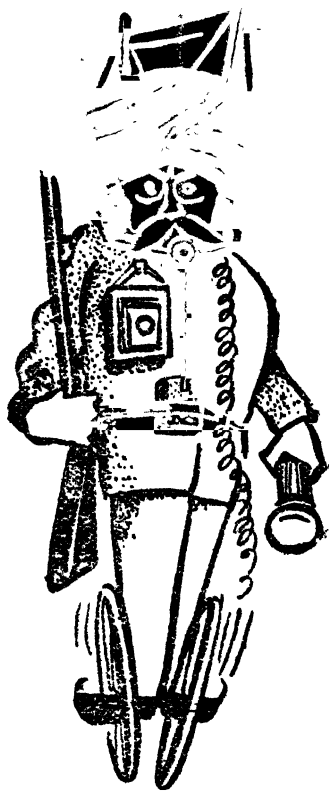
বিজ্ঞান-পুলিশ

বাড়ায়। হাস্যরস সৃষ্টির কৌশলটি আয়ত্ত হ'লে সব কিছুই আঁকা সহজ হবে। মনে করুন বিজ্ঞান ও যন্ত্রসভ্যতা নিয়ে ব্যঙ্গ করতে হ'বে। আপনি একটি মডার্ণ পুলিশ আঁকতে পারেন। পুলিশের প্রয়োজনীয় সব কিছু সরঞ্জাম এবং অতিরিক্তভাবেই সব কিছু চাপিয়ে দিতে পারেন। হাতে টর্চ্চ, মাথায় রেডিও, কাঁধে বন্দুক, পায়ে সাইকেলের চাকা, বুকে বিরাট ক্যামেরা দিয়ে খাড়া করুন। এই অস্বাভাবিক সরঞ্জাম নিয়ে জবড়জং জীবটি চোরের পিছনে ক্যামেরা নিয়ে ছুটছে এ দৃশ্য হাসির উদ্রেক না ক'রে পারে না। যুদ্ধকালে গ্যাসমাস্ক সকলেই দেখেছেন। আপনি একটি শিশুকে গ্যাসমাস্ক পরিয়ে তার মার কোলে বসিয়ে দিন এবং 'গণেশজননী' নাম দিয়ে দিতে পারেন। অথবা বিখ্যাত শিল্পী র‍্যাফায়েলের ম্যাডোনার ছবির অনুকরণে নামকরণ করতে পারেন 'মা ও ছেলে'।

এইভাবে বহু বিষয় নিয়েই কার্টুন রচিত হ'তে পারে। মোটরকার নিয়ে ইন্সিওরেন্স নিয়ে, কলকারখানা নিয়ে, বৈজ্ঞানিক কোন মতবাদ নিয়ে বিচিত্র কার্টুন আঁকা সম্ভব। আসলকথা বিষয়টা বড় জিনিষ নয় তার মধ্যে থেকে হাস্যকর উপাদান সংগ্রহ করাই শক্ত। এইখানে বলা দরকার যে, বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন হ'লেই চলবে না; সেই বিষয় সম্পর্কিত যে যে জিনিষের

প্রয়োজন সেগুলির আকার প্রকার ও ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। যেমন ধরুন, আপনি জাহাজ ও সমুদ্র যাত্রা নিয়ে কোন কার্টুন আঁকবেন। এই কার্য্যে জাহাজ ও জাহাজস্থ সব কিছুর ড্রইং জানা দরকার। নাবিকদের পোষাক পরিচ্ছদ ও তাদের চালচলন সম্বন্ধেও কতকটা জ্ঞান আপনার পক্ষে অপরিহার্য্য।
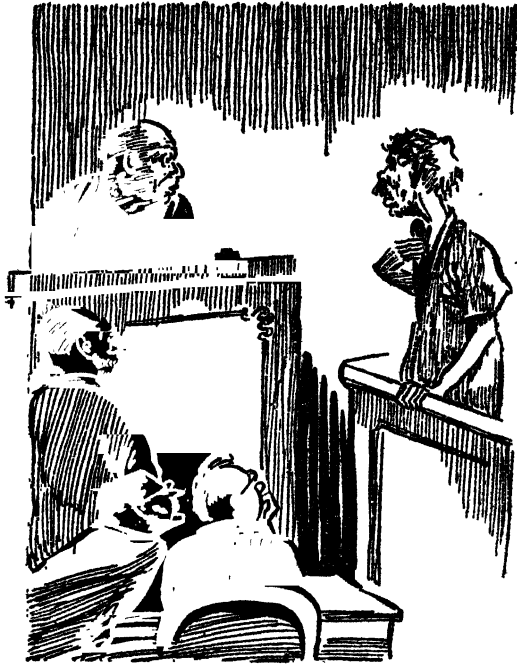
বিচারক : তুমি আত্মহত্যা করতে গিছলে কেন?
আসামী : আজ্ঞে, এ প্রাণ রাখবো না বলে।

খেলাধূলা ও শিকার সম্পর্কেও কার্টুন বেশ কৌতুকপ্রদ। খেলাধূলায় আসক্ত লোকের সংখ্যা কম নয়। খেলাধূলার বিভিন্নতাও এত বেড়ে গেছে যে, কার্টুনের ক্ষেত্র স্বভাবতঃ অনেক ব্যাপক হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে ফুটবল ক্রিকেট হকি টেনিস ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলা নিয়ে অনেক রকম কার্টুন আঁকা যেতে পারে। ফুটবল খেলার 'শীল্ড গাইড' নামে পুস্তিকায় অনেকগুলি প্রকাশিত হয়। তাতে ফুটবল সম্পর্কে অনেক ছবি ছাপা হয়। খেলার সিজ্‌নে এগুলি যে কতখানি চিত্তাকর্ষক তা সহজেই অনুমেয়।

খেলাধূলা সম্পর্কীয় কার্টুনে আনন্দ প্রদানই একমাত্র উদ্দেশ্য। খেলোয়াড়

ফটোগ্রাফার—একটু হাসুন। বৃদ্ধ—আর কত হাসবো ?

রেফারী, লাইনস্‌ম্যান,—এদের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন ভঙ্গী কার্টুনিষ্টের লক্ষ্য করা উচিত।

মনে করুন আপনাকে ফুটবল খেলা নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে হবে। আপনি দর্শকদের মধ্যে একটা ভাল সিটে বসলেন। বলা বাহুল্য আপনার কাছে, খাতা পেন্‌সিল আছে ধরে নেওয়া গেল। খেলা আরম্ভ হ'ল আপনি খেলোয়াড়দের বিভিন্ন ভঙ্গী আঁকতে লাগলেন। কেউ কিক্‌ করছে, কেউ হেড্‌ দিচ্ছে, কেউ পাস্‌ করছে—তারপর গোলকিপার কিম্বা রেফারী এদেরও নানা ভঙ্গীর ছবি তাড়াতাড়ি স্কেচ্‌ করতে হ'বে। সময় খুব অল্পই পাবেন সুতরাং কয়েকটা রেখায় আসল ভঙ্গী-গুলোকে অতিরঞ্জিত করে টেনে যান। পরে সেগুলি খুব হাস্যো-দ্দীপক বলে মনে হবে।

কোন খেলার

বক্সিং-এর মার প্যাঁচ

ড্যাম্ মিস্
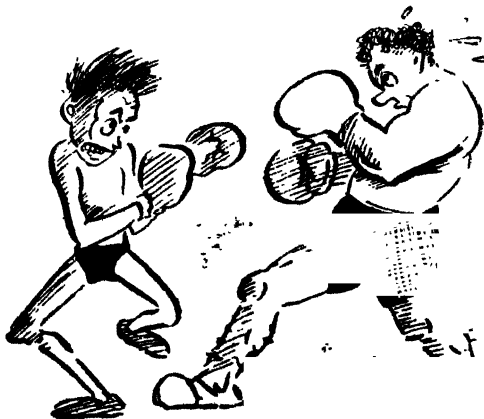
ক্লাবে গিয়ে নাম করা প্লেয়ারের ক্লোজ-আপও নিতে পারেন। অর্থাৎ কাছে বসে চোখ মুখ মিলিয়ে আঁকতে পারেন। আঁকার পরে কোনও বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন—ছবির মানুষটি কে? যদি তাঁর উত্তর ঠিক হয় তবেই বুঝতে হ'বে আপনার হাত তৈরী হয়েছে। আর যদি না মেলে তা হলেও হতাশ হবার কারণ নেই—আবার চেষ্টা করতে হবে।

এইবার খেলোয়াড় ও খেলা ছেড়ে বাইরে আসতে পারেন। এখানে কার্টুনের মালমশলা বড় কম থাকে না। হ্যাঁ, বলতে ভুল হয়েছে—ভিতরে দর্শকদের মধ্যে চেয়ার কিম্বা গ্যালারীর দিকে তাকাতে পারেন। দেখবেন কতরকম বিচিত্র মুখে আশা আনন্দ হতাশার বিচিত্র অভিব্যক্তি। দেখবেন কোনও দল যখন অপর দলকে গোল দিল অমনি একজন দর্শক আনন্দাতিশয্যে ছাতা খুলে নৃত্য শুরু ক'রে দিয়েছে। আবার তার পাশেই এক ভদ্রলোক আশাভঙ্গের আঘাতে মুষ্‌ড়ে পড়েছে। এগুলিও আপনাকে কার্টুনের খোরাক দেবে।

দুরন্ত শিকার কাহিনী
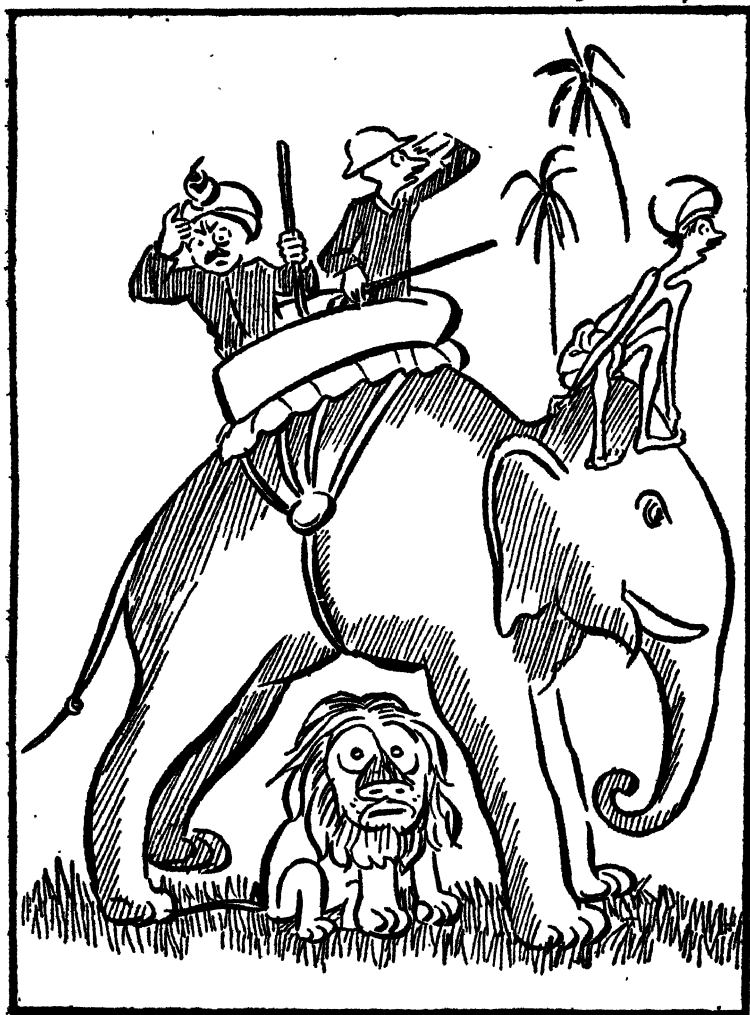
এইবার র‍্যাম্পার্টের দর্শকদের দেখুন, সেখানে অনেক অভিনব উপকরণ সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন। অসম্ভব লোকের ভিড়, লম্বা লোক সারসের মত গলা বাড়িয়ে বদ্ধদৃষ্টি, আবার বেঁটে শ্রেণীর দুঃখের অন্ত নেই। অজস্র-রকমের আয়না-কল যেন আগাছার মত মাথা তুলে ভীড় ক'রে আছে। এই সব থেকে আইডিয়া পেতে পারেন।

এইরকম ভাবে ক্রিকেট ও টেনিস ম্যাচগুলি লক্ষ্য করলে অনেক কৌতুক-কর দৃশ্য চোখে পড়বে। খেলা ছাড়া ঘোড়দৌড় কিম্বা শিকার নিয়ে অনেক কার্টুন রচনা হ'তে পারে। ঘোড়দৌড়ে ঘোড়া ছুটছে আর সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যসন্ধানীদের মুখে আশা নৈরাশ্যের কি বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে! ছুটন্ত ঘোড়াকে চীয়ার আপ্ করার কি উল্লাসময় অভিব্যক্তি।

শিকার সংক্রান্ত কার্টুন রচনা হ'তে পারে। ভীতু শিকারী হাতী চ'ড়ে বন্দুক নিয়ে কত না হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। আগের পাতার কার্টুনটি দেখুন। শিকারী মহাশয় সিংহের গর্জ্জন শুনে বন্দুক হাতিয়ার প্রস্তুত করেছেন আর চারদিকে দৃষ্টিপাত কচ্ছেন। সিংহদাদা কিন্তু চালাকের মত হাতীর পেটের নিচে আত্মরক্ষা করছে। হাতীটির অবস্থাও বেশ সঙ্গীন। বেচারা সিংহকে আশ্রয় দিতে পিঠ ফুলিয়ে থাকা ছাড়া তার উপায় নেই। শিকার কাহিনী নিয়ে এরকম কত কি আঁকা যেতে পারে।

কতকগুলি সাময়িক কার্টুনের নমুনা

হার্ হিট্‌লারের কণ্ঠে হারবার কথা অবান্তর। তিনি বলেছেন, “যখন এই যুদ্ধ শেষ হবে তখন দেখা যাবে যে, আমরাই জয়ী হয়েছি। এবং সেই জয়-গৌরবের বোঝা আমরা দিয়ে যাব আমাদের ইয়ং জেনারেশনের হাতে।” - - - - - দিয়ে কোথায় যাবেন, সে বিষয়ের কোনো ইঙ্গিত তিনি দেন্‌নি— কিন্তু না দিলেও, সিন্ধুবাদের কাঁধের সেই বুড়োর চেয়ে তাঁর মতিগতি ভালো বলেই মনে হয়।

আয় পাখী উড়ে আয়

সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ কোয়ালিশন দল ছেড়ে লেবার দলে ফের ফেরত আস-বেন বলে গুজব।

অধ্যাপক রঙ্গের মতে ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা লাভের আমাদের বিশেষ দেরি নেই।

ছয়

ষ্ট্রিপ কার্টুন

এই ষ্ট্রিপ কার্টুনের প্রচলন আমাদের দেশে বিশেষ হয়নি। টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া আর অমৃত বাজার পত্রিকায় ষ্ট্রিপ কার্টুন নিয়মিত বার হয়। একটির নায়ক হচ্ছে 'পপ' আর একটি নায়কের নাম হচ্ছে 'খুড়ো'। দু'টিই বেশ মজাদার প্রকৃতির লোক, দেখলেই হাসি আসে, চাল চলন আরও হাস্যকর। এ ছবির মজা হচ্ছে এই যে, এক একখানি ছবি বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে কোন অর্থ পাওয়া যায় না এবং অর্থ পেলেও রসবোধ হয় না। কিন্তু সবগুলি পরপর ধারাবাহিকভাবে দেখার পর একটি সম্পূর্ণ ব্যঙ্গমূলক গল্প পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিলাতে আমেরিকায় আল্ট্রা-কমিকের চিত্রগুলি সাধারণতঃ ষ্ট্রিপ কার্টুন রূপেই পরিবেশিত হয়। এগুলিতে ছোট ছেলেমেয়েরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। গল্প শোনার আগ্রহ ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেমন প্রবল বড়দের মধ্যে এটা ততখানি না হলেও যথেষ্টই আছে।

ষ্ট্রিপ কার্টুনের একটি অংশ

অন্যায়!

ভদ্রলোক বহু চেষ্টায় মাছ ধরতে পারছেন না, মাচা বেঁধে কত তোড়জোড় করেছেন কিন্তু মাছেদের কী অন্যায় আচরণ! সারসের ঠোঁটে নির্বিবাদে ধরা দিলে।

সেইজন্য এই শ্রেণীর গল্পমূলক ব্যঙ্গচিত্র লোকের মনে হাস্য সৃষ্টির এবং আনন্দ-দানের একটি সুন্দর উপায়।

এইবার এই শ্রেণীর কার্টুন রচনায় কতকগুলি নিয়ম ও সঙ্কেত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। প্রথমতঃ বলা বাহুল্য শিল্পীকে একটি মজাদার গল্প বা ঘটনা বেছে নিতে হবে। কোনও বাস্তব ঘটনার ছায়া অবলম্বন করে শিল্পী প্রায় নিজেই এটি রচনা ক'রে নেন। তারপর সেটিকে চিত্রে প্রকাশ করতে হ'লে যতগুলি দৃশ্য হওয়া উচিত সেইভাবে ভাগ করে নিতে হবে। অবশ্য অনাবশ্যক যতটা সম্ভব বাদ দিয়ে ব্যঙ্গটিকে চোখা করার উপাদানগুলিই বেছে নিতে হবে। তারপর একটি একটি ক'রে সবগুলি স্কেচ্ করতে থাকুন। প্রথম-বারের স্কেচে ত্রুটি থাকলেও ক্ষতি নেই দ্বিতীয় স্কেচিংএ সেগুলি সংশোধন ক'রে নিন। গল্পের গুরুত্বকে প্রথম থেকে আস্তে আস্তে শেষের দিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। শেষের ছবিতে যেন গল্পের সম্পূর্ণতা বোঝায়। সেইটিই যেন হয় চরম অর্থাৎ যতটা সম্ভব ঘটনার চূড়ান্ত এবং হাস্যকর পরিণাম দেখানো দরকার। ছবির সংখ্যা গল্পের দৈর্ঘ্য হিসাবে শিল্পী তা স্থির করবেন, সাধারণতঃ চার ছয় আট বার ষোল কুড়ি খানায় শেষ করতে পারেন। আমাদের দেশে চার, পাঁচ, ছ'খানা বা আটখানা ছবি দিয়েই প্রায় এ ধরণের কার্টুন আঁকা হয়। আমেরিকার কমিকষ্ট্রিপগুলিতে এক সঙ্গে পঁচিশ ত্রিশ বা চল্লিশ খানা ছবি দিয়েও এ জাতীয় কার্টুন ছাপা হয়। অনেক সময়ে ধারাবাহিক গল্পের মত কার্টুনের গল্পও 'ক্রমশঃ' দিয়ে পর পর একাধিক অনেক সংখ্যায় ছাপা হয়। সব সময় যে এধরণের গল্পগুলি হাসির হবে তার কোনও মানে নেই। শিকার কাহিনী, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প, ডিটেক্‌টিভ্ প্লট, ও টারজান জাতীয় বহুরকমের মজাদার গল্পও দেখা যায় এর মধ্যে। ফ্ল্যাশ্ গর্ডনের কাহিনী ও আরও কত রকমের চমকপ্রদ রোমহর্ষক গল্পও পরিবেশন করা হয় এই ষ্ট্রিপ-কার্টুনের মধ্য দিয়ে। ছবিগুলি রঙচঙে হলে গল্পটি যে আরও লোভনীয় হয় তা বলাই বাহুল্য।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। সেটি হচ্ছে গল্পের মধ্যে থাকে

আপনি নায়ক বা নায়িকার রূপ দেবেন প্রায় সমস্ত ছবিগুলিতে তার একাধিক-বার উপস্থিত থাকার প্রয়োজন—অর্থাৎ সেই ব্যক্তির অনেকগুলি ছবিই
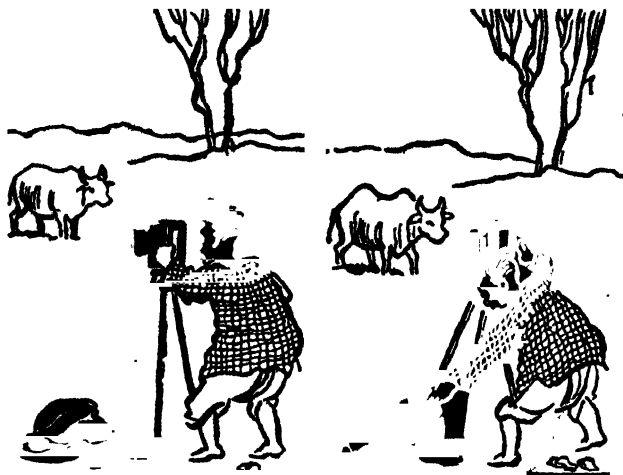
আপনাকে আঁকতে হবে। কিন্তু গল্পের গতি ও ভঙ্গী অনুসারে তাকেও বিভিন্ন ভঙ্গীতে হাজির করতে হবে। সুতরাং একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে আঁকার অভ্যাস প্রয়োজন। এর জন্য একটি ড্রয়িং খাতা দরকার। কোন ব্যক্তিকে সামনে রেখে তার বিভিন্ন ভঙ্গী স্কেচ্ করতে হবে। এই সঙ্গে যে ছবিটি দেওয়া হ'ল এতে দেখুন একই ব্যক্তি কত রকম বিভিন্ন ভঙ্গীতে চিত্রিত হয়েছেন। প্রথম ছবিতে ভদ্রলোক কাগজ পড়ছেন মুখে আনন্দের আভাষ, দ্বিতীয় ছবিতে এক বিরক্তিকর জীবের আতঙ্কে বিব্রত হয়ে পড়েছেন, তৃতীয়টিতে তিনি রীতিমত সে জীবটির সঙ্গে লড়াই করছেন। চতুর্থটিতে তিনি হতাশ হ'য়ে ধরাশায়ী হয়েছেন। চারটি ছবিতেই মনে হচ্ছে এ সেই একই ব্যক্তি, ষ্ট্রিপ কার্টুনে এই পোর্ট্রেট রক্ষা একটি প্রয়োজনীয় বিষয়।

বস্তুতঃ এই অভ্যাস আয়ত্ত হলেই তবে ষ্ট্রিপ-কার্টুন আরম্ভ করা উচিত। তারপর কথাবার্ত্তা, ডায়ালগ একটি গুরুতর জিনিষ। ছোট অথচ ভাবপ্রকাশক ব্যঙ্গমূলক ভাষার উপর দখল থাকা দরকার তা না হ'লে ছবির সমস্ত সার্থকতা পণ্ড হ'য়ে যেতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে সব ছবিতে ভাষার সাহায্য দরকার হয় না। কিছু লেখা না থাকলেও কোন কোন ছবি থেকে গল্পটি পড়ে নেওয়া যায়। আগের পাতায় যে ছবিটি দেওয়া হ'ল সেটি এই শ্রেণীরই উদাহরণ। কার্টুনের গল্পটি ছবি থেকেই সম্পূর্ণ বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। একটি ষণ্ডপ্রবরের ফোটো তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে ভদ্রলোক কী বিপদেই না পড়লেন! প্রথম ও দ্বিতীয় ছবিতে ভদ্রলোক ক্যামেরা প্রস্তুত করতেই ব্যস্ত। ষাঁড়টি তখন দূরে। তৃতীয় ছবিতে ভদ্রলোক কালো কাপড় ঢেকে 'ফোকাস্' করছিলেন, ইত্যবসরে চতুর্থ ছবিতে দেখুন ষাঁড়ের গুঁতো আর ক্যামেরা সহ ভদ্রলোক চিৎপটাং হয়েছেন।

আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। তা হচ্ছে একটি ছবির পর আর একটি ছবি, পর পর দুটি দৃশ্য বোঝায় কিন্তু দুটি দৃশ্যের মধ্যে গল্পের যে অপ্রকাশিত অংশ থাকে সেটুকু বুঝতে যেন দর্শকদের মোটেই অসুবিধা না হয়।

এই ব্যবধান বেশী হ'লে গল্পটি বেশ সহজবোধ্য বা প্রাঞ্জল হ'তে পারে না। কার্টুন শিল্পীর উচিত সব সময়ই যতখানি সম্ভব সরল সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা। দর্শককে হোঁচট খেতে হ'লে রসসৃষ্টি অনেকখানি ব্যর্থ হয়।

কতকগুলি সাময়িক কার্টুনের নমুনা

রাইখকে বুঝি আর রাখা যায় না।

আমি বলি, বিজ্ঞানের বাহাত্নরী হচ্ছে রেডিওর চাবি আবিষ্কারে!

বস্ত্র-সাম্য-বাদ

সাত

আলট্রা-কমিক

এইবার আর একপ্রকার কার্টুন প্রসঙ্গে কিছু বলা যাক। এটিকে ইংরেজিতে আলট্রা-কমিক বলে। বাংলায় একে অতি-ব্যঙ্গমূলক কার্টুন বলা যেতে পারে। এগুলি সাধারণতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেই রচিত হয়। অবশ্য অনেক সময় বড়দেরও কম আনন্দ দেয় না এগুলি। কেননা বড়দের মধ্যেও দেখা যায় একটা শিশুর স্বভাব ঘুমন্ত থাকে। মাঝে মাঝে সেটি উল্লসিত বা বিচলিত হয়। এই সঙ্গে কয়েকটি আলট্রা কমিকের নমুনা দেওয়া হয়েছে। এগুলির বিশেষত্ব এই যে সাধারণ কার্টুন থেকে এগুলি অনেকগুণ অতিরঞ্জিত। ছেলেরা সব সময়ই জীবন্ত জিনিষ ভালবাসে। ছবির মধ্যে যদি জীবন্ত ভাব না থাকে তাহ'লে ছবিটি তাদের কাছে এক টুকরো কাগজের মত মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। এখন এই জীবন্ত চঞ্চল ভাব ছবির মধ্যে কি ভাবে আনা যায়? শিল্পী কি আর ভগবান যে, কাগজে কালির দু'একটা আঁচড় টেনে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে দেবে? আর সে মূর্তিগুলি ছবির পাতা ছেড়ে ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠবে, হাঁটবে আর চলবে!

শিল্পীর প্রাণদানের শক্তি অন্তরকমের। ছবির মধ্যেই তার জীবন্ত ভাব সীমাবদ্ধ। এই জীবন্তভাব ছবির মধ্যে যত বেশী থাকবে ছোটদের কাছে

ততই তা প্রিয় হবে। ধরুন এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলছে হঠাৎ তার সামনে একটি জলভরা কলসী ঝপাৎ ক'রে পড়লো। কলসীর পতনমাত্র লোকটি চমকে ওঠে। এই চমকে ওঠার ছবি অনেক রকমে আঁকা যেতে পারে; তার মুখের বিকৃত ভঙ্গীগুলিই তার মনোভাবের পরিচয় দেবে। এই সঙ্গে যে ছবিটি দেওয়া হ'ল তাতে ঐ ব্যক্তির ঐ অবস্থার খানিকটা আভাষ পাবেন। তার বিস্তারিত চোখ উন্মুক্ত মুখ কুঞ্চিত কপাল ইত্যাদি। এইগুলি ঠিকমত আঁকলেই সেই ব্যক্তির চমকে যাওয়ার ছবি হ'বে। এখানে মুখভঙ্গি-গুলি আরও অতিরঞ্জিত করা গেল আর মাথার কাছ থেকে কয়েকটি সুর্য্য-রশ্মির মত রেখা টেনে দেওয়া হ'ল। এই সামান্য প্রক্রিয়ায় কতখানি গতি ও চঞ্চলতা এনে দিয়েছে।

আর একটি মুখে দেখুন হাসির রেখার সঙ্গে সামনে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। এই ভদ্রলোক বোধ হয় উপরোক্ত ব্যক্তির দুর্ঘটনায় কিঞ্চিৎ পুলকিত কিন্তু তার প্রশ্নসূচক অভিব্যক্তি বোঝাতে জিজ্ঞাসার চিহ্নটি দেওয়া হয়েছে। নীচের ভদ্রলোকটির কপালে একজন হয়ত দুষ্টুমি ক'রে লাঠি মেরে থাকবে তাই সেখানটি ফুলে উঠেছে। অতখানি হয়ত সত্যিই ফোলে না কিন্তু আলট্রা কমিকের খাতিরে অতখানিই দেখাতে হ'বে। শুধু তাই নয়, তা থেকে ব্যথার অনুভূতিগুলি সূর্য্যরশ্মির মত নির্গত হচ্ছে এত দেখতে হবে। চলন্ত ব্যক্তিটির ক্লান্ত অবস্থা বোঝাবার জন্যে তার মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছে, চিত্রে সেগুলি বেশ ভাল ক'রেই দেখানো হয়েছে।

এই বয়, দুটো কাটলেট, জল্‌দি

ছোটরা এই চায়। স্বাভাবিক অস্বাভাবিক এই দুইএর সীমা নির্দ্দেশ নিয়ে তারা মোটেই

ব্যস্ত নয়। অভিব্যক্তিগুলি প্রাঞ্জলভাবে ও রসালো ভাবে চিত্রিত হ'লেই হ'ল। তারা প্রাণ খুলে হাসবে। শুধু হাসবে নয় হেসে হয়ত লুটিয়ে পড়বে। এ না হ'লে তাদের আনন্দ জমে না। কার্টুনশিল্পীর উচিত শিশু ও বালকের এইভাব লক্ষ্য করা এবং সেই মত চিত্র রচনার অভ্যাস করা। বিলাতে এবং আমেরিকায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্যে বহু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র আছে যাতে এই শ্রেণীর আলট্রা-কমিক ছবি প্রচুর পরিমাণে থাকে। অতি সাধারণ মজার ঘটনা থেকে গল্প সৃষ্টি ক'রে এই সব কার্টুন সচরাচর আঁকা হয়।

সাবাস বুদ্ধি

বৃষ্টি এলো কি করি? এইত ছাতা বানিয়েছি

ষ্ট্রিপ-কার্টুনঃ—এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিভাগ আছে তার কথা বলবো। সেটি হচ্ছে ষ্ট্রিপ্ কার্টুন। পাশাপাশি অনেকগুলি সমশ্রেণীর কার্টুন দিয়ে কোন ঘটনা বা গল্পকে চিত্রিত করা। গল্পের যেমন পর পর একটি একটি ঘটনা ক্রমেই পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়, এই কার্টুনেও পর পর ছবিগুলি একটি একটি ঘটনা চিত্রিত ক'রে গল্পের গতিকে বজায় রাখে। এই কার্টুনের সঙ্গে সাধারণতঃ কিছু কিছু বর্ণনা বা কথাবার্ত্তা লেখা হয় এবং কোন কোন সময় তারও দরকার হয় না। কেবলমাত্র ছবিগুলি থেকেই গল্পাংশ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে।

কতকগুলি সাময়িক কার্টুনের নমুনা

'আন্ উইলিংহ্যাণ্ড' থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে—বলেছেন শ্যামাপ্রসাদ ও মিঃ জিন্না উভয়েই।

চারচিলের মতে আটলান্টিক চার্টার কেবল "গাইড" মাত্র, কোনো "রুল" নয়। রুল্ ব্রিটানিয়াই হচ্ছে একমাত্র রুল্।

আট

কার্টুন-ফিল্ম বা অ্যানিমেটেড্ কার্টুন

ষ্ট্রিপ কার্টুনে গল্প বলার চূড়ান্ত পরিণতি হয় কার্টুন-ফিল্মে। সিনেমায় সকলেই কার্টুন ফিল্ম দেখেছেন। কিন্তু অনেকেরই ধারণা নেই, কি ভাবে এগুলি তৈরী হয়। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর ছবি শুধু এক রীল কিম্বা দুই রীলের মধ্যেই শেষ করা হ'ত অর্থাৎ ৫ থেকে ১০।১২ মিনিটের মধ্যে পর্দ্দায় এই গল্প দেখান হ'ত। এখন এ রকম ছোট ফিল্ম ছাড়া আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী বড় ছবিও তৈরী হচ্ছে।

সিনেমায় আমরা যে সব চলন্ত এবং নড়ন্ত ছবি দেখে থাকি ওগুলি কি ভাবে হয় এবিষয়ে সবারই কৌতুহল আছে! একটি ফিল্মের খানিকটা অংশ পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে ফিল্মখানি এক ইঞ্চি পরিমিত অসংখ্য ছবি পর পর সাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। এখন এগুলির মধ্যে যে কোন একটি ছবি বেছে নিন, এবং তার পরের ছবির সঙ্গে সেটির তুলনা করুন। দেখবেন, দুটিই প্রায় সমান; হঠাৎ কোন পার্থক্য ধরা যায় না। কিন্তু ভাল ক'রে দেখলে বোঝা যাবে দুটিতে সামান্য পার্থক্য আছে। হয়ত প্রথমটিতে কোন ব্যক্তির হাত টেবিলের

ওপর রাখা আছে, দ্বিতীয় বা তৃতীয়টিতে দেখুন হাতটি টেবিল থেকে একটু উঁচুতে উঠেছে এবং আরও ৫।৬ কিম্বা ৮।১০ খানি পরে দেখুন হাত টেবিল থেকে অনেক উর্দ্ধে। এই সঙ্গে হয়ত অন্যান্য অঙ্গভঙ্গীও কিছু কিছু বদলাচ্ছে। এই অল্প পরিবর্ত্তনশীল ছবিগুলি যখন অত্যন্ত দ্রুতবেগে পর্দ্দায় প্রোজেক্ট করা হয়, তখন আমাদের চোখে গতির অনুভূতি আসে। তখন মনে হয়, ভদ্রলোক টেবিল থেকে হাতটি তুলছেন। সিনেমার পর্দ্দায় যখন ফিল্ম থেকে ছবিগুলি ফেলা হয়, তখন এগুলি সেকেণ্ডে ১৬ থানি থেকে ২৪ খানি ক'রে পর পর পড়তে থাকে।

সিনেমার এই মূলনীতি ধরেই কার্টুন-ফিল্ম রচিত হয়। ক্যামেরা দিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীর ফটোগ্রাফ না তুলে হাতে আঁকা ছবি থেকে প্রত্যেকটি ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়। গতিবেগ, মুভ্‌মেণ্ট বোঝাতে পর পর ছবিতে সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করে আঁকা হয়। তারপর তা থেকে ফিল্ম তুলে পর্দ্দায় প্রোজেক্ট করে যে ছবি হয়, তাকেই আমরা কার্টুন-ফিল্ম বলি। এখন সহজেই বুঝতে পারছেন, একটি ফিল্মের জন্যে কত ছবি দরকার হয়। একটি ফিল্ম তুলতে প্রচুর অর্থ ও প্রচুর পরিশ্রম লাগে। মাত্র ৫।৬ মিনিটের জন্য পর্দ্দায় আমরা যে ছবি দেখি সেটি তৈরী করতে ৩০।৩৫ হাজারেরও বেশী বিভিন্ন হাতে-আঁকা ছবির দরকার হয়। আজকাল নানা রকম উন্নত ধরণের পদ্ধতিতে এই সব ছবি আঁকা হয়। তার ফলে অনেক সময় সংক্ষেপ ও পরিশ্রমের লাঘব হয়!

আজকাল কার্টুন-ফিল্মের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ও সঙ্গে সঙ্গে এরকম ছবির চাহিদাও বেড়ে গেছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এখনও নাম করার মতো একটিও ছবি তৈরী হয়নি। উদ্যোগী শিল্পীসংঘ ও রসগ্রাহী ধনীব্যক্তির সমন্বয় হ'লে হয়ত কোনও দিন আমাদের দেশে ভাল কার্টুন-ফিল্ম তৈরী হবে। আমেরিকায় মাত্র একজন উদ্যোগী শিল্পীর আপ্রাণ সাধনায় কার্টুন-ফিল্ম আজ পৃথিবীতে এতথানি উন্নত স্থান অধিকার করেছে। এই শিল্পীর স্মরণীয় নাম

ওয়াল্ট ডিসনে। শিল্পজগতে ইনি একজন প্রতিভাধর বলে গণ্য হয়েছেন। কার্টুন-ফিল্মের একচ্ছত্র নায়ক মিকি মাউস আর নায়িকা মিনি মাউসকে জানে না, এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু এদের স্রষ্টার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়ত অনেকেরই নেই। এঁর চমকপ্রদ জীবন-কাহিনী প্রত্যেক শিল্পীর কাছেই শিক্ষণীয়।

নূতন ছাতা যে!

এখনকার কার্টুন-ফিল্মে আমরা বহু-বর্ণের সংমিশ্রণ দেখি। কার্টুন-ফিল্মের রং টেকনিকলার অন্য ছবির চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর। অধুনা-তৈরী কয়েকটি ছবিতে এত উন্নত পদ্ধতির বর্ণসম্পাত দেখা যায় যে, ছবি দেখতে দেখতে আমরা যেন স্বপ্নরাজ্যে উড়ে যাই। অদ্ভুত আলোছায়া, বিচিত্র পরিবেশ, নাম-না-জানা কত জিনিষ অপরূপ হয়ে চোখে পড়ে। শুধু রং ফলানো নয়—অঙ্কন-পদ্ধতিও অনেক উন্নত হয়েছে এখন। আলো-ছায়া সম্পাতে জিনিষের আয়তনের গভীরতা ফুটিয়ে তোলাও সম্ভব হয়েছে এখন। নীতিমূলক অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনীর অপরূপ চিত্র দেখি। এখন আর সমস্ত কার্টুন-ফিল্মের পরমায়ু ৫।৬ মিনিটের মধ্যে শেষ হয় না, অনেকগুলিকে রীতিমত পুরোপুরি সমস্ত সময় অর্থাৎ আড়াই ঘণ্টা ধরেই আমরা দেখি। এগুলিকে 'ফুল্ লেংথ' ছবি বলে।

এই পুরো একটি শো দেখাবার মত একখানি ফিল্মে তাহ'লে কল্পনা ক'রে দেখুন কত ছবির দরকার হয়। ওয়াল্ট ডিসনের ষ্টুডিওতে এই ধরণের অনেকগুলি ছবি তৈরী হয়েছে। নাম-করা ছবির মধ্যে 'স্নো-হোয়াইট অ্যাণ্ড

'দি সেভেন্ ডোয়ার্ফস্' 'পিনোকিও' 'রিলাকট্যাণ্ট ড্রাগন' 'ব্যাম্বি' 'ফ্যাণ্টাসিয়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সব ছবিগুলি মুগ্ধচোখে দেখতে হয়—যেমন বহুবর্ণের এক মোহময় স্বপ্ন—তেমনি কল্পনার বিচিত্র ইন্দ্রজাল' চিত্রে যে এত সুন্দর গল্প বলা যায় পূর্ব্বে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। ও দেশে আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এই ধরণের ছবি তৈরী করে কিন্তু ডিসনে ষ্টুডিওর মত কৃতিত্ব কেউ লাভ করতে পারেনি।

কার্টুন শিল্পের নির্ম্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করা খুবই শক্ত। এর জন্য অনেক ব্যবস্থা ও সরঞ্জামের দরকার। প্রথমে গল্পটিকে মোটামুটি কয়েকটি দৃশ্যে ভাগ করে, দৃশ্যকে আবার ছোট ছোট দৃশ্যে টুকরো করা হয়, তারপর ছবি আঁকা শুরু হয়। কেউ শুধু স্কেচ্ গুলি করে কেউ কালি দিয়ে শুধু আউট্ লাইনটা করে আবার কেউ কালি বা রং দিয়ে সেগুলি ভরাট করে। এক একজন শুধু ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরী করে। তাছাড়া অ্যানিমেশন, অর্থাৎ ছবিতে নড়াচড়া বা গতি প্রকাশ করার কৌশল একটি আসল জিনিষ। তারপর সঙ্গীত, সিংক্রোনাইজেশান্, ছবির গতির সঙ্গে সমান তালে সুর সংযোগ কথাবার্ত্তা, শব্দ, স্থান বিশেষে উৎকট আওয়াজ ঠিক জায়গায় লাগান—এগুলি সবই ছবির অঙ্গ। আঁকা ছবিগুলির বেশীর ভাগই সেলুলয়েড্ শীটের ওপর আঁকা হয় কেননা কাচের মত তার স্বচ্ছ মধ্য দিয়ে ব্যাক্গ্রাউণ্ডকে দেখা যায় এবং সেই ভাবে একটির পর একটি ফটো তোলা হয়। অনেকগুলি শিল্পী এবং টেক্‌নিশিয়ান একযোগে কাজ করলেও রীতিমত সময় লাগে একটি কার্টুন ফিল্ম তৈরী হ'তে।

নয়

বিজ্ঞাপন কার্টুন

যে জিনিষ মানুষের মনকে আকর্ষণ করে এবং মনের ওপর একটা ছাপ রাখতে পারে তাকেই বিজ্ঞাপনের কাজে লাগানো হয়। সেইজন্যে ছবি ও লেখা এ দুটি বিজ্ঞাপন শিল্পের দুটি মহাঅস্ত্র এবং ছবি যে লেখার চেয়েও বেশী শক্তিশালী এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না। যেহেতু কার্টুন একপ্রকার শক্তিশালী ছবি, সেজন্য কার্টুনও বিজ্ঞাপনের একটি উত্তম বাহন। কার্টুনের ছবি যদি সার্থক হয় তবে তার ক্রিয়া হয় খুব দ্রুত, ফল হয় খুব স্থায়ী। এইজন্য বিজ্ঞাপনে কার্টুন যে খুব কার্য্যকরী তাতে সন্দেহ নেই।

কার্টুনের সাহায্যে বিজ্ঞাপন যেমন কার্য্যকরী, বিজ্ঞাপনের উপযোগী কার্টুন রচনা তেমনি সহজ কাজ নয়। আজকাল সব চেয়ে সার্থক বিজ্ঞাপন সেইটি যা পাঠকের মনকে সহজেই অধিকার ক'রে বসবে এবং তার নিজের অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞাপিত জিনিষটিকে তার কাছে প্রিয় ক'রে তুলবে। মনে করুন আপনি একটি কার্টুন দেখছেন, ছবিটি আপনার খুব ভাল লাগলো এবং ছবিস্থ ব্যঙ্গ আপনাকে বেশ হাসিয়ে দিল। এখন এই রসানুভূতির মধ্য দিয়ে যদি বিজ্ঞাপিত বিষয়টিও আপনার কাছে স্পষ্ট ও পরিচিত হ'য়ে ওঠে তবেই বিজ্ঞাপনে কাজ হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু প্রথমেই যদি ছবির মুখ্য কথা হয় যে সেখানি একটি বিজ্ঞাপন মাত্র, তাহ'লেই আপনার রসানুভূতি ক্ষুণ্ণ হবে এবং কার্টুনের উদ্দেশ্য সফল হ'ল না বলতে হবে।

অতি সহজ এবং সাধারণ ভাবে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন আপনাকে কোন ছাতার জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হ'বে এবং তা কার্টুনে আঁকতে হবে। আপনি ছাতা মাথায় একটি ভদ্রলোককে বসিয়ে দিন ফুটবল গ্রাউণ্ডে খেলা দেখতে। যত বৃষ্টি পড়বে ততই যেন তার আনন্দ। পাশের ভদ্রলোক (একটি কি আরও বেশী) ছত্রহীন অবস্থায় ভিজ্‌ছে দেখাতে পারলেই কৌশলে

ছাতার বিজ্ঞাপন হ'য়ে গেল। এর সঙ্গে একটি যুতসই ক্যাপশন্ অর্থাৎ কথা এবং ছাতা প্রস্তুতকারক কোনও কোম্পানির নাম জুড়ে দিলেই বাস্।

ছত্রপতি

কার্টুনের সাহায্যে বিজ্ঞাপন আমাদের দেশে এখনও বেশী প্রচলিত হয়নি। তার কারণ প্রথমতঃ বিজ্ঞাপনদাতারা বোধহয় এত হাল্কাভাবে তাঁদের মালের সম্বন্ধে লেখা বা বলা পছন্দ করেন না। তাঁরা ভাবেন বিজ্ঞাপনে হাস্যরস হয়ত বিজ্ঞাপনের মর্য্যাদা নষ্ট করে। তাই তাঁরা এই পদ্ধতির কার্য্যকারিতার ওপর আস্থাবান নন। অবশ্য সাধারণের মধ্যে ব্যঙ্গরসগ্রাহিতা এখনও বেশ পুষ্ট হয়নি। এ ছাড়া আর একটি কারণ হয়ত ভাল কমার্শিয়্যাল কার্টুনিষ্টের অভাব।

ভাল কার্টুনের কতখানি ক্ষমতা সে সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। অনেকদিন আগে একটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানির বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়ে। ছবিটি আমার এত ভাল লাগে যে, এখনও সেটি বেশ মনে আছে। ছবিটি অতি সামান্য। একটা খাড়া পাহাড়ের ওপরের রাস্তা থেকে একখানা মোটরকার ছিটকে জাম্প ক'রে নীচে পড়ছে! শূন্য দিয়ে গাড়ীখানা যখন ভেসে যাচ্ছে সেই অবস্থায় ছবিটি আঁকা। গাড়ীতে বোধহয় জন ছয়েক আরোহী ছিল। তাদের মধ্যে পাঁচজন বেশ নির্ব্বিকার এবং বেশ হাসিখুশি মুখে বসে

আছে, কেউবা সিগার টানছে। একটি ভদ্রলোক ভয়ে শীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আর্ত্তনাদ ক'রে ফেলেছে। এই হ'ল ছবির বিষয়বস্তু—ছবির নীচে একটি লাইনে লেখা আছে "ঐ ভদ্রলোক···কোম্পানিতে জীবনবীমা করেননি কি না, তাই"।

এই সঙ্গে আর একটি সচিত্র উদাহরণ দেওয়া গেল। এটি একটি চমৎকার কার্টুন বিজ্ঞাপনের নমুনা! ছবিটির দুটি ভাগ আছে প্রথমটিতে লেখা আছে before দ্বিতীয়টিতে লেখা আছে after। এটি একটি খাদ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন।
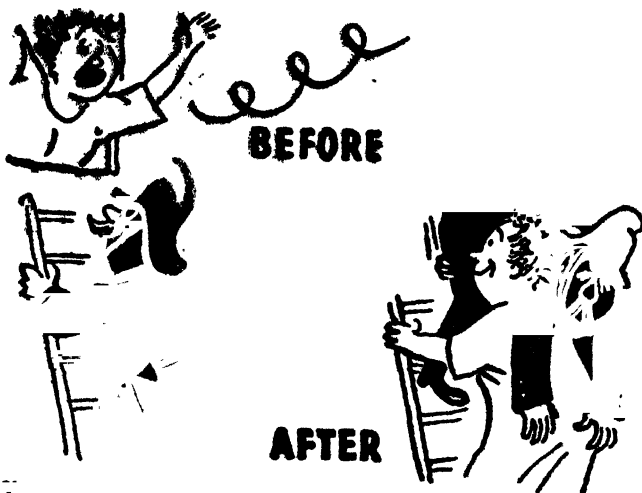
আগে ও পরে

কার্টুনের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে জানালার মহিলাটি পূর্ব্বে (এই খাদ্যগ্রহণের পূর্ব্বে) এত অসহায়া ছিলেন যে কারুর সাহায্য ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তী ছবিতে দেখুন (খাদ্যগ্রহণের পরে) তিনি ফায়ার ব্রিগেড্ অফিসারকেই কাঁধে তুলে নিয়ে নেমে আসছেন।

এই রকম ভাল আইডিয়া হ'লে যেমন তেমন ভাবে আঁকলেও কাজ হয়। অবশ্য আসল জিনিষ যাকে আপনি বড় ক'রে দরকারী ক'রে দেখাতে চান

সেটিকে পরিস্ফুট করতেই হবে। যেমন গেঞ্জীর বিজ্ঞাপনে একটি ছেলেকে কিম্বা বুড়োকে (বেশ মোটাসোটা হ'লেই ভাল হয়) গাছের ডালে গেঞ্জী আটকে ঝুলিয়ে দিয়ে দেখানো হয় গেঞ্জী কত মজবুত। অতিবৃদ্ধ কিম্বা কৃষ্ণকায় কোন ভৃত্যকে চুরি ক'রে স্নো মাখতে দেখিয়ে বোঝান হয় স্নো কত লোভনীয়। এগুলি ছবি হিসাবে দর্শকদের ভাল লাগে এবং একটু কৌতুকের মধ্যদিয়ে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সফল হয়।

আবার একটু বিভিন্ন দিক দিয়েও দর্শকের মনে আবেদন সৃষ্টি করা যায়। যেমন পাশের ছবিটি দেখুন। এটি Shell নামক পেট্রোলের বিজ্ঞাপন। ছবিটিতে দেখানো হচ্ছে 'সময়ের পরিবর্ত্তন' এবং নামকরণ স্বরূপ লেখা ছিল Time changes। আপাততঃ মনে হয় Shell এর সঙ্গে ছবিটির কোনও সংযোগ নেই কিন্তু ছবির নীচের কয়েকটা কথা থেকেই

সময়ের তালে

সম্বন্ধ রক্ষা হয়েছে, নীচের যা লেখা ছিল তার ভাবার্থ হচ্ছে সময়ের সঙ্গে সবেরই পরিবর্ত্তন হয়, বহুদিন থেকে যতকিছু প্রাচীন-সবই নবরূপ পেয়েছে। Shell-এরও হয়েছে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক উন্নতি। এখন দেখুন ছবি দিয়ে পাঠকের মনে কি ভাবে একটি ভাল ধারণার সৃষ্টি হ'ল।

আর একটি কার্টুন বিজ্ঞাপনের কথা বলছি। এটি খুব বিখ্যাত ছবি। এটি হচ্ছে অ্যাসপিরিন নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন। বিখ্যাত কার্টুনিষ্ট বেটম্যানের আঁকা। ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে, একটি ঔষধের দোকানে কয়েকটি ক্রেতা, দুজন ডাক্তার, একটি বালক, একটি কুকুর ও বিক্রেতা। সবারই মুখে চমকে ওঠা বিস্ময়ের হাসি, সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে একজনের দিকে তাকিয়ে আছে। দোকানদার ডাক্তারখানার শিশি বোতল জার যেখানে যা ছিল এমন কি সেই কুকুরটা পর্য্যন্ত সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছে এবং তার কথা শুনে হাসছে। আসল ব্যাপার, ভদ্রলোক নাকি বেয়াকুবের মত জিজ্ঞাসা করেছিল যে হাওয়ার্ডস অ্যাসপিরিনে যন্ত্রণা সারবে কিনা ? কার্টুনটি এত সুন্দর যে, বর্ণনা ক'রে ঠিক বোঝানো যায় না।

বিজ্ঞাপনের কার্টুন সাধারণ কার্টুন অপেক্ষা যে শক্ত তাতে সন্দেহ নেই কেননা এর মধ্যে ব্যঙ্গরস সৃষ্টি ছাড়া প্রোপ্যাগাণ্ডার একটা উদ্দেশ্য আছে। ব্যঙ্গের মধ্য দিয় সেই উদ্দেশ্য যতটা সফল হবে কার্টুনটি হবে ততই উঁচুদরের। কার্টুনের অনেক রকম ভঙ্গী ও আকার দিয়ে এই বিজ্ঞাপনের কাজ হয়ে থাকে। কোনো জায়গায় একটি পুরো ছবি কোনো জায়গায় ছবির অংশ কোনো জায়গায় একটি ব্যঙ্গাত্মক মুখ বা একটি রেখা দিয়ে প্রচারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কোন কোন জায়গায় আবার ষ্ট্রিপ-কার্টুন দিয়ে পাশাপাশি অনেকগুলি ছবিতে একটি গল্পের অবতারণা করেও এ কাজ সিদ্ধ হয়।

দশ

ব্লক ও ছবি ছাপা

ছবি আঁকার সঙ্গে ছবি ছাপার জ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আঁকা ছবি থেকে পত্রিকায় কিম্বা বইয়ে কি ভাবে ছাপা হয় এ অনেকের কাছেই রহস্য বিশেষ। এমনও আমি শুনেছি যে কোন কোন লোকের ধারণা নাকি যে বইয়ের পাতায় বা খবরের কাগজে প্রত্যেক ছবি নাকি শিল্পীরা হাতে ক'রে আঁকে। অনেকের ধারণা কাঠের ওপর খোদাই ক'রে যে ব্লক হয় তাই দিয়ে ছাপা হয়। এ ধারণাগুলি ভুল। কাঠ খোদাই ক'রে ব্লক হয় এবং তাই দিয়ে ছাপান যায় কিন্তু আজকাল তাড়াতাড়ির যুগে এ পদ্ধতি অচল। ইচ্ছামত এবং ত্রুটিশূন্য ফলও এতে পাওয়া যায় না।

আজকাল সমস্ত কিছুই মেক্যানিক্যাল। ব্লক তৈরীর সব কিছুই যন্ত্রপাতি সাহায্যে করা হয়। তবেই না এত নিখুঁত হয়। ফটোগ্রাফের সাহায্যে তামা কিম্বা জিঙ্কের পাতের ওপর নানাপ্রকার ব্লক তৈরী হয়। এই ব্লক দু'রকম হয়. লাইন আর হাফটোন। কলম বা তুলি আর চাইনিজ ইঙ্ক কিম্বা ওয়াটার প্রুফ কোন কালি দিয়ে যে ছবি আঁকা যায় তার মুদ্রণের জন্য লাইন ব্লক দরকার হয়। এই পদ্ধতিতে হয় সাদা নয় কালো এই ভাবে ছাপা হয়! সাদা কালোর সংমিশ্রণে কোনও বিভিন্ন টোন হয় না। অবশ্য স্ক্রিন ব'লে একটা জিনিষ আছে যা দিয়ে মাঝামাঝি একটা ছায়ার মত টোন দেওয়া যেতে পারে মাত্র। কোন মূর্তির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও গভীরতা অর্থাৎ তার আয়তন বোঝাতে হ'লে কিম্বা কোনও মুখের মডেলিং দেখাতে হ'লে পাশাপাশি বহু লাইন দিয়ে ছায়াময় ভাবটা ফোটাতে হয়।

সাদা কালোর সংমিশ্রণে নানা টোনের যে ছবি, যেমন ধরুন একটা ফটোগ্রাফ, তার ছাপার জন্যে যে ব্লক হবে তার নাম হাফটোন। দু-জাতীয় ব্লক হাতে নিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এদের পার্থক্য কোথায়। হাফটোন

ব্লকে ছোট ছোট অসংখ্য ফুটকি দেখবেন যাদের সাইজ নানা রকমের। এই গুলির মুখে কালি পড়ে কাগজের ওপর যা প্রতিলিপি দেয় তার মধ্যে অসংখ্য ছোট বড় কাল বিন্দুর সমন্বয়ে একখানি পূর্ণ ছবি দেখতে পাই। এখন এই স্ক্রীনের ছোট বড় ডট্ হিসাবে আলো-ছায়ার তারতম্য হয়। স্ক্রীন অনেক রকম আছে। খস্‌খসে মোটা কাগজের জন্য মোটা স্ক্রীন লাগে। তেলা কাগজে সব রকই ছাপা যায়। শিল্পীর উচিত ব্লক ও ছাপা সম্বন্ধে মোটামুটি সচেতন থাকা কেননা ছাপা ছবি দেখেই লোকে তার কাজের প্রশংসা বা দুর্ণাম করবে। ভাল ছবি খারাপ ভাবে ছেপে প্রকাশিত হওয়া কারুর বাঞ্ছনীয় নয়।

ব্লক ও ছাপা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে শিল্পী নতুন ষ্টাইল গড়্‌তে পারেন ও অঙ্কন পদ্ধতির মধ্যে নতুনত্ব তৈরী করতে পারেন। ল্যাইনব্লকের ডিজাইন যা হবে হাফটোনের ডিজাইন সে রকম হবে না। লাইন ব্লকের ডিজাইনে কোথায় স্ক্রীন লাগবে তার সঙ্কেত ছবিতেই দিয়ে দিতে হবে। কোনও ছবিকে আবার লাইন ও হাফটোন মিলিত ভাবে করা যায়। পেন্সিল দিয়ে আঁকা ছবি ছাপাতে হাফটোন ব্লকের দরকার। কিন্তু খস্‌খসে কাগজে কালো গ্রীজ্‌ড্ ক্রেয়ন দিয়ে আঁকা ছবির লাইন ব্লকও হয়।

গ্রে বোর্ডে জলে গোলা কালো রং দিয়ে ওয়াশ্ রীতিতে আঁকতে পারেন তারপর আলোকিত স্থানগুলিতে খানিকটা ক'রে সাদা রংয়ের পোঁচ ছবিকে অদ্ভুত সুন্দর করে দেবে। অনেক রকম বোর্ড আছে যার ওপর নরম পেন্সিল বা ক্রেয়ন দিয়ে আঁকলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। সব সময়ই পরীক্ষা করতে থাকুন এবং নতুন পদ্ধতি গড়বার চেষ্টা করুন।

* * * * *

অঙ্কন পদ্ধতির সঙ্গে কার্টুন সংক্রান্ত একটি কৌশলেরও আলোচনা করা যেতে পারে। কোন কোন কাগজে হয়ত দেখে থাকবেন কেরিকেচার জাতীয় কোন কোন ছবিতে মাথা ও মুখকে অসম্ভব রকম বড় ক'রে আঁকা হয়। কখনো সত্যকার ফটোগ্রাফ বসিয়ে পোর্ট্রেট মেলাবার সুবিধা ক'রেও দেওয়া হয়।

ফটোর মুখের সঙ্গে তার সাইজের   বহু ছোট দেহ স্বভাবতই হাস্ত সৃষ্টি করে।

অনেক সময় দেহের সঙ্গে মুখকেও   র করা হয় অথচ তুলনায় মুখকে অনেক বড় রাখা হয়। ইলাস্ট্রেটেড   কলিতে E-king এর আঁকা এই শ্রেণীর ছবি বের হ'ত। নামকরা লোককে—রাজনৈতিক কারণেই হোক আর খেলা-ধূলা সঙ্গীত-বাস্ত অভিনয় কিম্বা যে কোন কৃতিত্বের ফলেই হোক এভাবে ব্যঙ্গ করা চলে। ষ্টেট্স্‌ম্যানে খেলা-ধূলার নামকরা লোককে নিয়ে 'স্পোর্টেট' নাম দিয়ে এই শ্রেণীর ছবি বার হ'ত। অমৃতবাজার পত্রিকায় সিনেমার বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রী ষ্টারদের কেরিকেচার ছাপা হ'ত। এই শ্রেণীর ছবির নাম দেওয়া হ'ত 'সিনেট্রেট'। এই সঙ্গে সেই শ্রেণীর একখানি ছবি দেওয়া হ'ল।

পাহাড়ী সান্তাল বলে মনে হয় কি?

ষ্ট্রিপ-কার্টুনে এই রকম ছবির সুবিধা আছে। অল্প স্থানের মধ্যেই এগুলি আঁকা যায় এবং মুখের আকার বড় থাকার জন্তে মুখে ভাব-প্রকাশের বিশেষ সুবিধা হয়। ষ্ট্রিপ-কার্টুনে ফিগার পুরোই প্রায় দরকার হয় এবং প্রায়ই তা

বড় সাইজ হ'তে পারে না। সেইজন্ত ফিগার ছোট এবং তুলনায় মুখ বড় করলে ফল ভালই হয়। কারও উদ্দেশে যদি ছবিটি রচনা করার প্রয়োজন হয় তাহ'লে তার পোর্ট্রেট (অবশ্য ব্যঙ্গমূলক হওয়া চাই) বড় মুখে আঁকা খুব সহজ হয়।

একটি বিষয় স্বভাবতঃ প্রশ্ন হ'তে পারে যে আঁকা ছবির সাইজ কি হ'লে ভাল হয়। এর উত্তর ছাপার সাইজের ওপর নির্ভর করে। ছাপার যে সাইজ হ'বে ড্রইং এর সাইজ তার থেকে অন্ততঃ দেড়গুণ বা ডবল বড় হ'লেই ভাল হয়। ব্লক তৈরীর সময় আসল ছবি থেকে ছোট হ'য়ে যাওয়াতে ফল ভালই হয়। ড্রইংএর ছোট খাটো ত্রুটিগুলি আরও ছোট হয়ে গিয়ে আর চোখে পড়ে না। সাহসের সঙ্গে টানা, কলম বা তুলির পোঁচ দিয়ে আঁকা বড় ছবিকে ছোট ক'রে ছাপা হ'লে সুন্দর হয়।

শেষের কথা

য়ুরোপে ও আমেরিকায় কার্টুনের প্রসার হয়েছে বলেই তাদের ব্যঙ্গ-রসগ্রাহিতা বেড়েছে কিম্বা তারা রঙ্গরসপ্রিয় ব'লেই কার্টুন এত প্রসার লাভ করেছে বলা শক্ত। ওরা এক একটি জাতকে তাদের বিশিষ্ট কোনও ঝোঁকের জন্ত ব্যঙ্গ দিয়ে নানা ভাবে গড়ে। যেমন আইরিশরা স্বভাবত রঙ্গপ্রিয়, এবং স্কচরা কৃপণ বলে পৃথিবী-খ্যাত। স্কচদের নিয়ে একটি গল্প আছে। দুজন স্কচে তর্ক হয়, যে বেশীক্ষণ জলে ডুবে থাকতে পারবে সেই অপরের কাছে ৫৭ সেণ্ট বাজী পাবে। দুজনেই জলে নামলো এবং খেলা শেষে দেখা গেল দুজনেই ডুবে মরেছে। অর্থাৎ জল থেকে উঠলেই বাজীর টাকা দিতে হবে ব'লে কেউই উঠতে রাজি নয়। শেষে বাজী হারার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে জলে ডুবে তারা দু'জনই প্রাণ দিল। ইহুদীদেরও একটি মুদ্রাদোষ আছে, তারা কথা-বার্ত্তা কয়, মুখে সবটা প্রকাশও করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত নাড়ে একটু বেশী। এই মুদ্রাদোষ উপলক্ষ ক'রে ইহুদীদের সম্বন্ধে বহু কার্টুন রচনা

হয়। নিগ্রোদের নিয়েও যথেষ্ট ব্যঙ্গ সৃষ্টি হয়। অসভ্য জংলি আদিম জাতিদেরও বাদ দেওয়া হয় না।

কার্টুনে লোকে আনন্দ পায়—যারা অভ্যস্ত যারা রসগ্রাহী তাদের কাছে, কার্টুনের ব্যঙ্গ বিরক্তিজনক বা আঘাতকর মোটেই নয়। এমন প্রকৃতির লোক আছে যে তার বিকৃতরূপ দেখে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বুঝতে হবে তার রসগ্রহণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। ওদেশের লোকেরা টেবল-টকের মত খেলাচ্ছলেই কার্টুনের রস গ্রহণ করে। অবশ্য কারুর কিছু ত্রুটিকে পাবলিকের সামনে কার্টুন দিয়ে ঢক্কানিনাদ করলে সহ্য করা শক্ত। কিন্তু রসিক লোকে তাই করে। 'এত ভঙ্গ বঙ্গ-দেশ তবু রঙ্গভরা' বাংলা দেশের গৌরবের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু কবির কল্পনাচোখ থেকে বাস্তবে নেমেও যেন তাই দেখা যায়।